CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-251 ■ 12 June, 2026 ■ আগরতলা ১২ জুন, ২০২৬ ইং ■ ২৮ জৈষ্ঠ্য, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য পূরণের পথে দেশের তরুণরাই হবে প্রধান চালিকাশক্তি ঃ মোদি

**নয়াদিল্লি, ১১ জুন (আইএএনএস)।।** ভারতের যুবসমাজের ক্ষমতায়ন সরকারে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য পূরণের পথে দেশের তরুণরাই হবে প্রধান চালিকাশক্তি।

বৃহস্পতিবার নীতিআয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের জনমিতিক সুবিধা (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) একটি ঐতিহাসিক সুযোগ, যা কোনওভাবেই হাতছাড়া করা যাবে না। গুণগত শিক্ষা, চাহিদাভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে যুবসমাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা আমাদের অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। ক্ষমতায়িত যুবকরাই বিকশিত ভারতের পথে আমাদের যাত্রার প্রধান শক্তি হবে।

তিনি আরও জানান, প্রবৃদ্ধি ও রফতানির নতুন সুযোগ তৈরি করতে ভারত ইতিমধ্যেই একাধিক দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) স্বাক্ষর করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই চুক্তিগুলি দেশের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই)-এর জন্যও বড় সুযোগ তৈরি করছে। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে চলা এবং প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে বিশ্ববাজারে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পাচ্ছে এমএসএমই ক্ষেত্র। মোদি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার একসঙ্গে কাজ করছে। তাঁর কথায়, সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ভারতের উন্নয়নযাত্রাকে আরও দ্রুততর করার জন্য একযোগে কাজ করছি। বিকশিত ভারতের অভিন্ন স্বপ্ন বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## গ্যাস সংকটের অজুহাতে তিন দিন বন্ধ মিড-ডে-মিল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।।** অমরপুর মহকুমার নতুনবাজার বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গত তিন দিন ধরে মিড-ডে মিল প্রকল্পের অধীনে রান্না করা খাবার বিতরণ বন্ধ থাকার অভিযোগ উঠেছে। গ্যাসের অভাবের কথা উল্লেখ করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের রান্না করা খাবারের পরিবর্তে প্যাকেটজাত কেক বিতরণ করছে বলে অভিযোগ করেছেন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের একাংশ।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, মিড-ডে মিল প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের পুষ্টিকর রান্না করা খাবার দেওয়ার কথা থাকলেও গত তিন দিন ধরে বিদ্যালয়ে সেই খাবার সরবরাহ করা হয়নি। পরিবর্তে ছাত্রীদের বাজার থেকে আনা প্যাকেটজাত কেক এবং পানীয় জল দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক চিরঞ্জিত দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, গ্রীষ্মকালীন ছুটির আগে সিলিন্ডারে যে পরিমাণ গ্যাস ছিল, দীর্ঘদিন ব্যবহার না হওয়ায় তা শেষ হয়ে যায়। বিদ্যালয় পুনরায় চালু হওয়ার পর নতুন গ্যাস সিলিন্ডার সংগ্রহের চেষ্টা করা হলেও তা সময়মতো পাওয়া যায়নি। সেই কারণে সাময়িকভাবে রান্না করা খাবারের পরিবর্তে কেক বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে, বৃহস্পতিবার বিদ্যালয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা পৌঁছানোর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## মার্কিন সামরিক স্থাপনায় ইরানের ড্রোন হামলা, হরমুজ প্রণালী বন্ধের ঘোষণা তেহরানের

**তেহরান, ১১ জুন (আইএএনএস) ।।** পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা আরও তীব্র হয়ে উঠল। বৃহস্পতিবার সকালে বাহরিনে অবস্থিত মার্কিন নৌবাহিনীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চম নৌবহর-এর বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা চালানোর দাবি করেছে ইরান। একইসঙ্গে কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করার ঘোষণাও করেছে তেহরান।

ইরানের সেনাবাহিনীর দাবি, হামলায় মার্কিন পঞ্চম নৌবহরের সঙ্গে যুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার রাডার স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ভোরে তারা ইরানের একাধিক লক্ষ্যবস্তুতে নতুন করে হামলা চালিয়েছে। মার্কিন বাহিনীর দাবি, এটি ইরানের "অযৌক্তিক ও ধারাবাহিক আগ্রাসনের" জবাব।

ক্রমবর্ধমান সংঘাতের মধ্যে ইরানের খাতাম আল-আম্বিয়া কেন্দ্রীয় সদর দফতর ঘোষণা করেছে যে হরমুজ প্রণালী দিয়ে আপাতত কোনও জাহাজ চলাচল করতে পারবে না। এর মধ্যে তেলবাহী ট্যাঙ্কার এবং বাণিজ্যিক জাহাজও রয়েছে।

ইরানি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, চলমান সামরিক উত্তেজনার কারণে নিরাপত্তা ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ায় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সতর্ক করে বলা হয়েছে, এই জলপথ দিয়ে চলাচলের চেষ্টা করলে সংশ্লিষ্ট জাহাজকে লক্ষ্যবস্তু করা হতে পারে।

উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় তেহরান ও ওয়াশিংটনের মধ্যে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলার খবর প্রকাশ্যে এলেও তার মধ্যেই নতুন করে সংঘাত তীব্র হয়েছে।

এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর দাবি যে তিনি ইরানি কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন, তা উড়িয়ে দিয়েছে ইরান। তেহরানের দাবি, এটি যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটি "আবরণ মাত্র"।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার ভোরে ইরান থেকে ছোড়া ২০টি ক্ষেপণাস্ত্র ভূপাতিত করেছে জর্ডনের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। জর্ডান সশস্ত্র বাহিনী-এর এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, পূর্ব জারকা প্রদেশের আজরাক অঞ্চলের আকাশে ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ধ্বংস করা হয়।

ক্ষেপণাস্ত্রের ধ্বংসাবশেষ মাটিতে পড়লেও কোনও প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। অবিস্ফোরিত গোলাবারুদ নিষ্ক্রিয় করতে বিশেষ সামরিক প্রকৌশল দল মোতায়েন করা হয়েছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের নিরপেক্ষ তদন্ত ও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ১৫ জুন যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।।** নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্ত এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আগামী ১৫ জুন বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে যুব কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার আগরতলার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেসের সভাপতি নীলকমল সাহা, সিনিয়র সহ-সভাপতি রাকেশ দাস এবং সদর জেলা যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ড. পাথ প্রতিম পাল।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাকেশ দাস বলেন, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## বৃষ্টির মধ্যেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই বসতবাড়ি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।।** প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হাঁপানিয়া কোল্ড স্টোর এলাকা সংলগ্ন কার্তিক মুন্ডার বাড়িতে। হঠাৎ করেই বাড়িতে আগুন লাগলে মুহূর্তের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে পুরো বসতবাড়ি। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুনের তীব্রতায় তা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির আসবাবপত্র, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ প্রায় সবকিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যায় বলে জানা গেছে। তবে কী কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছেন না। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বাঁধারঘাট অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর না মিললেও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক বলে প্রাথমিকভাবে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

### মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব ও পরীক্ষায় দুর্নীতিই অস্ত্র

## দেশব্যাপী তিন মাসের জন্য আন্দোলনে নামছে কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ১১ জুন (আইএএনএস)।।** মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, পরীক্ষায় দুর্নীতি, সামাজিক বৈষম্য এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাতের প্রেক্ষিতে দেশের কূটনৈতিক অবস্থান নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আগামী তিন মাসের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে দলের সদর দফতরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি (এআইসিসি)-র উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই কর্মসূচির কথা জানান দলের সাধারণ সম্পাদক কে. সি. ভেনুগোপাল।

তিনি বলেন, "আগামী তিন মাস ধরে আমরা দেশব্যাপী আন্দোলন চালাব। কংগ্রেসের প্রতিটি নেতা ও কর্মীকে মাঠে নেমে মানুষের মধ্যে যেতে হবে।"

এদিন সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে বলেন, "আজ দেশ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারত্ব, পরীক্ষায় দুর্নীতি এবং সামাজিক বৈষম্যের মতো গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি। নিট এবং বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে বিতর্ক লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী ও তাদের পরিবারের আস্থা নষ্ট করেছে।"

তিনি আরও বলেন, "রাহুল গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রী ও যুবকদের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং তাঁদের কণ্ঠস্বর দেশের সামনে তুলে ধরেছেন।"

খাড়্গে অভিযোগ করেন, "যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে কয়েক দশক সময় লেগেছিল, আজ সেগুলিকে পরিকল্পিতভাবে দুর্বল করা হচ্ছে। তাই আমাদের দায়িত্ব শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, ভারতের সংবিধান, গণতন্ত্র এবং সামাজিক ন্যায়বিচার রক্ষা করাও।"

মধ্যপ্রদেশ থেকে কংগ্রেস প্রার্থী মীনাক্ষী নটরাজন-এর রাজ্যসভা মনোনয়নপত্র বাতিল হওয়ার পর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

### নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে

## মানবসম্পদ উন্নয়নে ত্রিপুরার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত

## 'লক্ষ্য ২০৪৭'-এর রূপরেখা তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ১১ জুন ।।** নীতি আয়োগের ১১তম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকে অংশ নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা মানবসম্পদ উন্নয়নকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন সাফল্য, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং "লক্ষ্য ২০৪৭" ভিশনের রূপরেখা তুলে ধরেন। বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল "বিকশিত ভারতের জন্য মানবসম্পদ"।

বৈঠকের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী দেশের দীর্ঘতম সময়ের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১২ বছর পূর্ণ করায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিল ভারতের সমবায়মূলক ফেডারেল কাঠামো, যৌথ চিন্তাভাবনা এবং গঠনমূলক নীতিনির্ধারণের এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ত্রিপুরা "বিকশিত ভারত ২০৪৭"-এর জাতীয় লক্ষ্যকে সামনে রেখে "লক্ষ্য ২০৪৭" নামে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যার উদ্দেশ্য সকল নাগরিকের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও সুস্থ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা।

তিনি বলেন, গত ছয় বছরে রাজ্যের মোট রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে এবং ত্রিপুরা বর্তমানে দেশের তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। পাশাপাশি গত আট বছরে রাজ্য ৩৫০টিরও বেশি জাতীয় ও আঞ্চলিক পুরস্কার লাভ করেছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারের "হোল অব গভর্নমেন্ট" দৃষ্টিভঙ্গির কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শিক্ষাক্ষেত্রে একাধিক রূপান্তরমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে। মিশন মুকুল-এর মাধ্যমে শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির আগে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

### দাবিদাওয়া নিয়ে মহাকরণে বৈঠক নিষ্ফলা

## আজ অবরোধে আত্মসমর্পণকারী বৈরীরা, স্তব্ধ হবে লাইফলাইন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন ।।** আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের ঘোষিত ১২ জুনের পথ অবরোধ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজ্যে তৈরি হওয়া পরিস্থিতির মধ্যে বৃহস্পতিবার মহাকরণে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আন্দোলনকারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। এছাড়াও ছিলেন স্বরাষ্ট্র সচিব ও আইজি আইন শৃঙ্খলা।

বৈঠকে আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের পুনর্বাসন, বকেয়া আর্থিক সুবিধা, কর্মসংস্থানসহ দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিনিধিরা সরকারের কাছে তাঁদের সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দাবি জানান। আলোচনাকালে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা আন্দোলনকারীদের দাবিগুলি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে বলে আশ্বাস দেন বলে খবর। তিনি শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দিয়েছেন বলে খবর।

তবে বৈঠকে আলোচনা সত্ত্বেও আন্দোলনকারী পক্ষের সঙ্গে কোনো চূড়ান্ত সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসেনি বলে প্রাথমিক সূত্রে জানা গেছে। ফলে আগামী ১২ জুন ঘোষিত জাতীয় সড়ক এবং রেল অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার হচ্ছে না। ফলে, ৭২ ঘন্টার জন্য ত্রিপুরার লাইফলাইন কার্যত স্তব্ধ হয়ে পড়বে।

এদিকে, আন্দোলনের সমর্থনে বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে লোকসমাগম শুরু হয়েছে। অসম-আগরতলা জাতীয় সড়কের হাতাইকতর, সুবলসিং এলাকা এবং মান্দাইয়ের ভৃগুদাস অঞ্চলের পাশাপাশি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ সংলগ্ন এলাকায় আন্দোলনকারীদের জমায়েত লক্ষ্য করা গেছে। আন্দোলনকারী নেতৃত্ব জানিয়েছেন, কর্মসূচি চলাকালীন অ্যাম্বুলেন্স, দমকল বাহিনী, পুলিশ এবং ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## সিমনায় ভাল্লুকের আক্রমণে আহত কৃষক জিবিতে চিকিৎসাধীন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১জুন।।** পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মোহনপুর মহকুমার সিমনা এলাকায় ভাল্লুকের আক্রমণে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক কৃষক। বৃহস্পতিবার সকালে রাবার বাগানে কাজ করতে যাওয়ার সময় এই ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, প্রতিদিনের মতো ওই ব্যক্তি রাবার বাগানে কাজ করছিলেন। সেই সময় হঠাৎ দুটি ভাল্লুক তার ওপর আক্রমণ চালায়। ভাল্লুকের আক্রমণে তিনি গুরুতর জখম হন এবং তার পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগে।

ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তার পরিবারের সদস্যদের খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত কৃষককে উদ্ধার করে প্রথমে নিকটবর্তী একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উন্নত ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## সুনারুবাসা-ভাগ্যপুর-বনবাড়ি সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তদন্তের দাবি এলাকাবাসীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জুন।।** ধর্মনগর পূর্ত দফতরের অধীন সুনারুবাসা ভায়া ভাগ্যপুর বনবাড়ি সড়কের ইট সোলিং নির্মাণকাজে ব্যাপক অনিয়ম ও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মীয়মাণ এই সড়কের কাজে গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ অনুযায়ী, বর্তমানে সড়কটির ইট সোলিংয়ের কাজ চলছে। স্থানীয়দের দাবি, নির্মাণকাজে অত্যন্ত নিম্নমানের ইট ব্যবহার করা হচ্ছে, যা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। তাদের আশঙ্কা, এ ধরনের নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করা হলে অল্প সময়ের মধ্যেই সড়কটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং জনসাধারণের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কাজের গুণগত মান নিয়ে বারবার আপত্তি জানানো হলেও তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে না। বরং অভিযোগ উপেক্ষা করেই নির্মাণকাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের আরও দাবি, বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট মহল অবগত থাকলেও এখন পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে।

এদিকে, নির্মাণকাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদার বিশু পালের বিরুদ্ধে নিম্নমানের কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে ঠিকাদারের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সড়ক নির্মাণকাজের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত তরুণীর অস্বাভাবিক মৃত্যু, ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।।** শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত মনীষা দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় ম্যাজিস্ট্রেট পর্যায়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ঘটনার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে বিশেষ পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, কাঠালতলী এলাকার বাসিন্দা মনীষা দাস গত ১০ জুন আগরতলার মধুবনস্থিত শান্তিনিকেতন মেডিক্যাল কলেজে মৃত অবস্থায় উদ্ধার হন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ সৃষ্টি হওয়ায় রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর একটি ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জারি হওয়া আদেশে বলা হয়েছে, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ড. বিশাল কুমারকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে স্বরাষ্ট্র দপ্তরে জমা দেবেন।

রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, তদন্তে কোনও ধরনের গাফিলতি বা তথ্য গোপনের সুযোগ থাকবে না। ঘটনার প্রকৃত সত্য

উদঘাটন এবং প্রয়োজনে দায়ীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে তদন্ত পরিচালিত হবে।

উল্লেখ্য , আগরতলা শহর সংলগ্ন শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এক কর্মী মনীষা দাসের রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বুধবার গভীর রাতে কলেজের গার্লস হোস্টেলের একটি কক্ষ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

মৃত মনীষা দাস (২৪) আমতলী থানাধীন কাঠালতলী এলাকার বাসিন্দা এবং পেশায় একজন হাসপাতাল কর্মী ছিলেন। পরিবারের আর্থিক দায়িত্ব ভাগ করে নিতে তিনি শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে।

ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাসপাতালে ছুটে আসেন। তবে মনীষার পরিবারের দাবি, এটি আত্মহত্যার ঘটনা নয়, তাঁর মৃত্যু রহস্যজনক এবং এর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের অভিযোগ, নির্ধারিত কর্মঘণ্টার বাইরে ☛৫ এর পাতায় দেখুন

## প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিনতাইয়ের শিকার বৃদ্ধা, কৈলাসহরে আতঙ্ক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জুন ।।** প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিনতাইয়ের শিকার হলেন এক বৃদ্ধা। আজ সকালে কৈলাসহর শহরে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বৃদ্ধার ছেলে জানিয়েছেন, প্রতিদিনের মতো এদিনও ওনার মা সাবিত্রী দাম সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। শহরের ডি কে রোড এলাকায় সেই সময় নম্বরবিহীন একটি মোটরসাইকেলে চেপে আসা দুই যুবক আচমকাই তাঁর কাছে এসে গলায় থাকা সোনার চেইন ছিনিয়ে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। আকস্মিক এই ঘটনায় হতভম্ব হয়ে পড়েন বৃদ্ধা। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে শহরে চুরি ও ছিনতাইয়ের ঘটনা বেড়ে চলেছে। দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বাড়ছে। দিনের শুরুতেই এমন ঘটনার জেরে শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে আশপাশের এলাকার নজরদারি চিত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন সূত্র ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

12-06-2026, 00:51

জাগরণ
আগরতলা ১২ জুন, ২০২৬ ইং
২৮ জৈষ্ঠ্য, শুক্রবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

## বিকশিত ভারতের স্বপ্ন

সব রাজ্য সমানভাবে উন্নত না হইলে সামগ্রিকভাবে ‘বিকশিত ভারত’ গঠন করা অসম্ভব। ভারতের মতো একটি বৈচিত্র্যময় এবং বিশাল দেশে প্রকৃত উন্নয়ন তখনই সম্ভব, যখন প্রতিটি রাজ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিকাঠামোগতভাবে এগিয়ে যাইবে।কেবল কয়েকটি শিল্পোন্নত রাজ্যের ওপর ভিত্তি করিয়া একটি দেশ উন্নত হইতে পারে না। অনুন্নত রাজ্যগুলোকে পেছনে ফেলিয়া রাখিয়া জাতীয় গড় বৃদ্ধি ধরিয়া রাখা অসম্ভব।বিকশিত ভারত”-এর মূল ভিত্তি হইলো কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ প্রয়াস। প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব সম্ভাবনা যেমনখনিজ সম্পদ, পর্যটন, বা কৃষি রহিয়াছে, যাহা সঠিকভাবে ব্যবহার করিলে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হইবে।শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ যদি সব রাজ্যে সমানভাবে না পৌঁছায়, তবে দেশের একটি বড় অংশ প্রতিভার সঠিক ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হইবে।সব অঞ্চলের সমান উন্নয়ন হইলে কাজের সন্ধানে অতিরিক্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর চাপ কমিবে এবং মেট্রো শহরগুলোর পরিকাঠামোর ভারসাম্য বজায় থাকিবে।’সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ কেবল একটি স্লোগান নয়; এটি ভারতের সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়নের একমাত্র বাস্তবসম্মত পথ।

২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’ গড়িয়া তুলিবার যে লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করিয়াছে সরকার, সকল রাজ্যের উন্নতি না-হইলে তাহা সম্ভব নয়। নীতি আয়োগের বৈঠকে এমনটাই দাবি করিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সকল রাজ্যকে এর জন্য সক্রিয় হইতে বলিয়াছেন তিনি। সেই সঙ্গে জোর দিতে বলিয়াছেন বাণিজ্য এবং শিল্পের বিনিয়োগের দিকে। মোদী জানাইয়াছেন, রাজ্যগুলিকে জেলা স্তর থেকে জিডিপি হিসাব করিতে হইবে। তবেই লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব।নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে নীতি আয়োগের ১১তম গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক ছিল। মোদীই পদমর্যাদা বলে ওই কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন। এ ছাড়া, বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন ২৮টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অশোক লাহিড়ি। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী কী কী বার্তা দিয়াছেন, তাহা তিনিই সংবাদমাধ্যমকে জানান। অশোক জানাইয়াছেন, দীর্ঘ সময় ধরিয়া এই বৈঠক চলিয়াছে। আলোচনার মূল বিষয় ছিল ‘অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়ন কাঠামো’। কী ভাবে দেশের উন্নতি ও অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করা যায়, মোদী সে বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। নীতি আয়োগের বৈঠকের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু ছিল জ্বালানি নিরাপত্তা। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দীর্ঘ দিন ধরিয়াই ভারতে জ্বালানির বাজার টলমল। চড় চড় করিয়া দাম বাড়িয়া চলিয়াছে রান্নার গ্যাস, বাণিজ্যিক গ্যাস কিংবা পেট্রল ও ডিজেলের। সরকারের ভূমিকাও তাহাতে প্রশ্নের মুখে। পরিস্থিতি কী ভাবে স্থিতিশীল রাখা যায়, তার বিভিন্ন দিক নিয়া মুখ্যমন্ত্রীরা আলোচনা করিয়াছেন।রাজ্যগুলির উন্নতির দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাইছেন মোদী। তার জন্য জেলা স্তরে জিডিপি-র দিকে নজর দিতে বলিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রীদের। তৃণমূল স্তরে উন্নয়ন এবং অগ্রগতি নিশ্চিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। অশোক জানান, দেশে সুপরিকল্পিত নগরায়ন প্রয়োজন। আলোচনার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, সকল মুখ্যমন্ত্রী এবং গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্যেরা এ বিষয়ে সহমত

হইয়াছেন। তবে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কোনও রাজ্য আলাদা করিথ কেন্দ্রের সাহায্য চায়নি।

## ছয় দফা দাবিতে বক্সনগর আরডি ব্লকে রেগা কর্মচারীদের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১১ জুন: অল ত্রিপুরা এমজিএনরেগা এমপ্লয়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে বৃহস্পতিবার বক্সনগর আরডি ব্লকে কর্মরত রেগা কর্মচারীরা তাঁদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। এদিন ব্লকভিত্তিক ডেপুটেশনের মাধ্যমে কর্মচারীরা তাঁদের ছয় দফা দাবি প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেন।

দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে রেগা কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ, নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো প্রবর্তনের মাধ্যমে বেতন বৃদ্ধি, বর্তমান ৩ শতাংশ বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা, অন্যান্য সরকারি কর্মচারীদের মতো মহার্ঘ্য ভাতা (ডিএ) প্রদান, অবসরের বয়সসীমা ৬০ বছর থেকে বাড়িয়ে ৬৫ বছর করা এবং বকেয়া ইপিএফ প্রদানসহ প্রতি মাসে নিয়মিত ইপিএফ জমা নিশ্চিত করা।

সংগঠনের প্রতিনিধিরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে এসব দাবি বাস্তবায়নের জন্য তাঁরা আন্দোলন ও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। কর্মচারীদের আর্থিক ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে দ্রুত ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান তাঁরা।

ডেপুটেশন গ্রহণ করে বিডিও বিষয়টি ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দিয়েছেন বলে সংগঠন সূত্রে জানা গেছে। এদিকে, দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন রেগা কর্মচারীরা।

## সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কারের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন: ভারত সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ”সুভাষ চন্দ্র বসু আপদা প্রবন্ধন পুরস্কার” দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একটি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার। প্রতিবছর ২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জন্মবার্ষিকীতে এই পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, প্রতিক্রিয়া, ত্রাণ, পুনর্বাসন, গবেষণা, উদ্ভাবন, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। ব্যক্তিগত বিভাগে স্ক্রোল ও পদক এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিভাগে স্ক্রোল ও ফলক এই ২টি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন সারা বছর খোলা থাকে এবং ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করা যায়। ইচ্ছুক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এর কর্ণধার নিজে অথবা তাদের হয়ে যে কেউ মনোনয়ন জমা করতে পারবেন। ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন, জাতীয় ও রাজ্য স্তরের সংস্থা, জেলা প্রশাসন, গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সিভিল সোসাইটি, সংগঠন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ভারতের নাগরিক ও প্রতিষ্ঠান উভয়ই এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারেন।

এই পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন জমা দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস পোর্টালে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এই পুরস্কার তৃণমূল স্তরে অসাধারণ কাজকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে উৎকর্ষতা ও উদ্ভাবনের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

# এ আই এর মায়াজাল

## প্রগতির মহাসড়ক নাকি বিভাজনের চোরাবালি ?

সুনীল মাইতি (সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে মানব সভ্যতা এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছে; যাকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চেয়েও বড় কিছু হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। চাকা আবিষ্কার বা বিদ্যুৎ ব্যবহারের মত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমাদের জীবনযাত্রার খোলনলচে বদলে দিচ্ছে। ল্যাবে তৈরি হওয়া গাণিতিক সূত্র বা অ্যালগরিদম আজ মানুষের চিন্তাশক্তিকে অনুকরণ করতে শিখছে। কিন্তু এই অতি- উন্নত প্রযুক্তি কি সত্যিই আশীর্বাদ হিসেবে আসছে ; নাকি এটি সমাজকে এক গভীর ও অদৃশ্য বিভাজনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা নিয়ে আজ বিশ্বজুড়ে বিতর্ক তুঙ্গে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতিবাচক দিকগুলো অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। বিজ্ঞানের যে জট খুলতে মানুষের কয়েক দশক সময় লাগতো; এআই তা কয়েক ঘণ্টায় সম্পন্ন করছে। গুগলের ‘ডিপমাইন্ড’ প্রোটিন ফোল্ডিং -এর রহস্য উন্মোচন করে ওষুধ আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করেছে। ক্যান্সার শনাক্তকরণ বা জটিল অস্ত্রোপচারে এ আই চালিত রোবট মানুষের চেয়েও নিখুঁত ফলাফল দিচ্ছে। চ্যাট জিপিটি বা জেমিনাই এর মতো জেনারেটিভ এ আই মানুষের সৃজনশীল কাজে গতি এনেছে। কোডিং; কনটেন্ট রাইটিং থেকে শুরু করে তথ্য বিশ্লেষণ —সবই এখন দ্রুততর। পরিবেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়া বা কার্বন নিঃসরণ কমানোর ক্ষেত্রে এ আই এক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

প্রযুক্তির এই জয়যাত্রার উল্টো পিঠেই লুকিয়ে আছে আশঙ্কার কালো মেঘ। এআই কেবল কর্মসংস্থান নয়; বরং সামাজিক কাঠামোর ভারসাম্যকেও হুমকির মুখে ফেলছে। গোল্ড ম্যান স্যাক্স এর প্রতিবেদন অনুযায়ী; এআই বিশ্বজুড়ে প্রায় ৩০ কোটি পূর্ণকালীন কর্মসংস্থানকে প্রভাবিত করতে পারে। অটোমেশনের কারণে সাধারণ শ্রমিক দলের পাশাপাশি এখন উচ্চ শিক্ষিত পেশাজীবীরা (যেমন— অ্যাকাউন্ট্যান্ট; আইনি পরামর্শদাতা) ঝুঁকির মুখে। এবং যারা এআই ব্যবহারে দক্ষ এবং যারা অদক্ষ— এই দুই শ্রেণীর মধ্যে এক বিশাল ‘স্কিল গ্যাপ’ বা দক্ষতার ব্যবধান তৈরি হচ্ছে। এটি এআই এর সবচেয়ে অন্ধকার দিক। এআই কোন অলৌকিক শক্তি নয়; এটি মানুষের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শেখে।যদি সেই তথ্যে বর্ণবাদ; লিঙ্গবৈষম্য বা কোন নির্দিষ্ট পক্ষপাত থাকে; তবে এআই কেও একই বৈষম্য মূলক আচরণ করে। এর ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া বা বিচার ব্যবস্থায় পক্ষপাত দুষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। এআই প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ মূলত হাতে গোনা কয়েকটি বড় বৈশ্বিক টেক জায়ান্টের এর হাতে। ফলে উন্নত বিশ্ব এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের মধ্যে এক নতুন ধরনের বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। যেসব দেশ বা জাতির কাছে তথ্যের ভান্ডার ও প্রযুক্তি নেই; তারা এক ধরনের ডিজিটাল দাসত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হলো সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য ঘুচে যাওয়া। এআই - এর মাধ্যমে তৈরি ‘ডিপফেক’ ভিডিও বা অডিও সমাজ ও রাজনীতিতে চরম অস্থিরতা তৈরি করতে পারে। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বা ‘ডেটা প্রাইভেসি’ আজ নিলামে উঠেছে। যখন একটি মেশিন মানুষের পছন্দ -অপছন্দ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে; তখন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি প্রশ্নের মুখে পড়ে।

এ আই কে রুখে দেওয়া সম্ভব নয়;তবে কি নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। আশীর্বাদকে অভিশাপে পরিণত হওয়া থেকে বাঁচাতে হলে কয়েকটি পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে ঐক্যবদ্ধভাবে ‘এ আই এথিকস’ বা নৈতিক নীতিমালা তৈরি করতে হবে যাতে এই প্রযুক্তি মানুষের উপর খবরদারি করতে না পারে।

শিক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে, যাতে মানুষ কেবল তথ্য মুখস্ত না করে; বরং এআই-কে পরিচালনা করার মত বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা ও সহমর্মিতা অর্জন করে। যা যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয়; সেই মানবিক গুণাবলীকে প্রাধান্য দিতে হবে।

এআই -এর মাধ্যমে সৃষ্ট মুনাফার একটি অংশ যেন বেকারত্ব দূরীকরণ এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের ডিজিটাল প্রশিক্ষনে ব্যয় হয়; তা নিশ্চিত করতে হবে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোন জাদুর কাঠি নয়; বরং এটি মানুষেরই তৈরি একটি দর্পণ। এটি আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে;আবার আমাদের সংকীর্ণ তাকেও প্রকট করতে পারে। এ আই আশীর্বাদ হবে না অভিশাপ; তা নির্ভর করছে ল্যাবরেটরিতে বসা বিজ্ঞানীদের উপর নয়; বরং নীতি নির্ধারক এবং সচেতন নাগরিক সমাজের ওপর। প্রযুক্তি যেন মানুষের পরিপূরক হয়; প্রতিস্থাপক নয়---এই দর্শন ই হওয়া উচিত আমাদের আগামীর পাথেয়।

**তমলুক ;পূর্ব মেদিনীপুর**
**মোবাইল নাম্বার- ৬২৯ ৫৫৩৩১০৭**

# দৈনন্দিন ও পেশাগত জীবনে আত্মসম্মানের গুরুত্ব

প্রিয়াঙ্কা সাহা

আত্মসম্মান মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এটি এমন একটি মানসিক শক্তি, যা একজন মানুষকে নিজের মূল্য, মর্যাদা এবং অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। আত্মসম্মান মানে অহংকার নয়; বরং নিজের প্রতি সম্মানবোধ, নিজের নীতি ও মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিজের সঠিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকা। নারী ও পুরুষ উভয়ের জীবনেই আত্মসম্মান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি মানুষের আত্মবিশ্বাস, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা এবং সামাজিক অবস্থানকে প্রভাবিত করে।

দৈনন্দিন জীবনে আত্মসম্মান একজন মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে। যে ব্যক্তি নিজের সম্মানকে মূল্য দেয়, সে অন্যের অন্যায় আচরণ সহজে মেনে নেয় না এবং নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে। আত্মসম্মান একজন মানুষকে নিজের ভুল স্বীকার করতে শেখায়, আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহসও দেয়। পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী কিংবা সমাজের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মসম্মান একটি ভারসাম্য বজায় রাখে। এটি মানুষকে শেখায় কিভাবে অন্যকে সম্মান করতে হয় এবং একই সঙ্গে নিজের সম্মানও রক্ষা করতে হয়।

নারীদের ক্ষেত্রে আত্মসম্মান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এখনও অনেক নারী বৈষম্য, অবমূল্যায়ন কিংবা অনাকাঙিক্ষত মন্তব্যের শিকার হন। আত্মসম্মানবোধ তাদের নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি দেয়। একইভাবে পুরুষদের ক্ষেত্রেও আত্মসম্মান সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় সামাজিক প্রত্যাশা, পেশাগত চাপ কিংবা ব্যক্তিগত ব্যর্থতা একজন পুরুষের আত্মবিশ্বাসকে দুর্বল করে দিতে পারে। কিন্তু আত্মসম্মান তাকে নিজের মূল্য উপলব্ধি করতে এবং প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সাহস জোগায়।

পেশাগত জীবনে আত্মসম্মানের গুরুত্ব আরও বেশি। একজন কর্মী, কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী যখন নিজের কাজের মূল্য বোঝেন এবং নিজের দক্ষতার প্রতি আস্থা রাখেন, তখন তিনি আরও সফলভাবে কাজ করতে পারেন। আত্মসম্মান একজন মানুষকে কর্মক্ষেত্রে শোষণ, অবমূল্যায়ন কিংবা অযৌক্তিক চাপের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে এটি পেশাগত নৈতিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। যে ব্যক্তি আত্মসম্মান বজায় রাখে, সে নিজের মূল্যবোধের সঙ্গে আপস করতে চায় না এবং সততার সঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করে।

তবে আত্মসম্মান রক্ষা করা সব সময় সহজ নয়। জীবনের পথে অনেক পরিচিত ও অপরিচিত মানুষের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, যাদের মধ্যে কেউ কেউ নেতিবাচক মন্তব্য, সমালোচনা বা অপমানজনক আচরণের মাধ্যমে আমাদের আত্মসম্মানে আঘাত করতে পারে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যুগে অনেক অর্থহীন ও অজ্ঞাত পরিচয়ের মানুষ বিনা কারণে অন্যকে আক্রমণ বা অপমান করে থাকে। এই ধরনের মানুষের কথাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে মানসিক শান্তি নষ্ট হয় এবং আত্মবিশ্বাস কমে যায়।

অর্থহীন ও অপরিচিত মানুষের কাছ থেকে নিজের আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্য প্রথমেই বুঝতে হবে যে প্রত্যেক মানুষের মতামত সমান মূল্যবান নয়। যারা আমাদের জীবন, সংগ্রাম বা বাস্তবতা সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাদের নেতিবাচক মন্তব্য আমাদের পরিচয় নির্ধারণ করতে পারে না।

তাই অযৌক্তিক সমালোচনা বা অপমানকে ব্যক্তিগতভাবে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং নিজের লক্ষ্য, মূল্যবোধ এবং বাস্তব অর্জনের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

আত্মসম্মান রক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো ব্যক্তিগত সীমারেখা বা বাউন্ডারি তৈরি করা। প্রত্যেক মানুষের অধিকার আছে কোন আচরণ গ্রহণ করবে এবং কোনটি করবে না তা নির্ধারণ করার। কেউ যদি বারবার অসম্মানজনক আচরণ করে, তবে তার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখা বা প্রয়োজন হলে স্পষ্টভাবে নিজের অবস্থান জানানো উচিত। নীরব থাকা সব সময় ভদ্রতার পরিচয় নয়; অনেক সময় নিজের মর‌্যাদা রক্ষার জন্য দৃঢ়ভাবে কথা বলা প্রয়োজন। নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখতে আত্মউন্নয়নের দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। নতুন দক্ষতা অর্জন, শিক্ষা গ্রহণ, নিজের কাজের মান উন্নত করা এবং ইতিবাচক চিন্তাভাবনা আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। যখন একজন মানুষ নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন থাকে, তখন বাইরের নেতিবাচক মন্তব্য তাকে সহজে প্রভাবিত করতে পারে না। আত্মসম্মান ভেতর থেকে গড়ে ওঠে; এটি অন্যের প্রশংসার ওপর নির্ভর করে না।

এছাড়া নিজের ভুল ও সীমাবদ্ধতা মেনে নেওয়াও আত্মসম্মানের অংশ। অনেকেই মনে করেন আত্মসম্মান মানে সব সময় নিজেকে নিখুঁত প্রমাণ করা। বাস্তবে তা নয়। একজন আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষ নিজের ভুল স্বীকার করতে পারেন, তা থেকে শিক্ষা নেন এবং নিজেকে উন্নত করার চেষ্টা করেন। এতে তার মর্যাদা কমে না; বরং আরও বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায়, আত্মসম্মান মানুষের জীবনের অন্যতম মূল্যবান সম্পদ। এটি নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষকে আত্মবিশ্বাসী, সচেতন ও মর্যাদাবান করে তোলে। ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সামাজিক জীবন এবং পেশাগত ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য আত্মসম্মান অপরিহার্য। অর্থহীন সমালোচনা, অপমান বা নেতিবাচক আচরণের কাছে মাথা নত না করে নিজের মূল্যবোধ, সততা এবং নীতিকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারলেই প্রকৃত আত্মসম্মান রক্ষা করা সম্ভব। যে মানুষ নিজের সম্মানকে মূল্য দেয়, অন্যরাও শেষ পর্যন্ত তাকে সম্মান করতে বাধ্য হয়।

# বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মাসুক হেলাল

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের সব ক্ষেত্রেই আলোড়িত এক উপস্থিতি। নক্ষত্রমণ্ডলীর মতো বিস্তৃত তাঁর সাহিত্যের দুনিয়া। কী নেই সেই মণ্ডলীতে? একটা নক্ষত্রমন্ডগুলীতে মহাবিশ্বের যত নমুনা থাকে, রবীন্দ্র সাহিত্যও যেন সেরকমবিপুল বিস্তৃত। সেই নক্ষত্রমণ্ডলে নীহারিকার মতো উপন্যাস, সৌরজগতের মত কবিতা, গ্রহাণুর মতো ছোট গল্প আর উল্কার মতো ছন্দের গাঁথুনি। এর এক কোণে বিজ্ঞানের আনাগোনাও ঠিক চোখে পড়ে।

শৈশবে সীতানাথ দত্তের (সীতানাথ তত্ত্বভূষণ) কাছে প্রকৃতিবিজ্ঞান শিক্ষা নিতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরেও বিজ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞানে আগ্রহকে বেশ গুরুত্ব দিতেন তিনি। তাই লিখেছেন, ‘বিজ্ঞান থেকে যাঁরা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করতে পারেন তাঁরা তপস্বী।মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, আমি রস পাই মাত্র।’

পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁকে পিতৃদেব নামে ডাকতেন তিনি। তাঁর কাছে বিজ্ঞানের অনেক বিষয়ে জানার সুযোগ পান রবীন্দ্রনাথ। একদিন তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন ভারতের হিমাচল প্রদেশের ডালহৌসি পাহাড়ে। সন্ধ্যাবেলায় এক ডাকবাংলোর চৌকিতে বসে আকাশ চেনার সুযোগ পান। পিতৃদেবের কাছে নানা নক্ষত্র, গ্রহ চিনেছেন সে সময়। বাবার কাছে বিজ্ঞানের নানা বিষয় জেনে জীবনে প্রথম ধারাবাহিক রচনা লেখেন বিজ্ঞান নিয়ে, বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে। পরে যখন ইংরেজি ভাষা আয়ত্ব করেন, তখন সহজবোধ্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই পড়তে আগ্রহী হন। স্যার রবার্ট বলের লেখা বই পড়ে বেশ আনন্দ পেতেন। তিনি লিখেছেন, ‘এই আনন্দের অনুসরণ করবার আকাঙ্ক্ষায় নিউকম্বোস, ক্লামরিয়ঁ প্রভৃতি অনেক লেখকের অনেক বই পড়ে গেছিগলাধঃকরণ করেছি শাসসুদ্ধ বীজযুদ্ধ। তার পরে একসময়ে সাহস করে ধরেছিলুম প্রাণতত্ত্ব সম্বন্ধে হক্সলির একসেট প্রবন্ধমালা। জ্যোতির্বিজ্ঞান আর প্রাণবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে।’

রবীন্দ্ররচনায় বিজ্ঞান- তাঁর বিভিন্ন সাহিত্য রচনায় আমরা বিজ্ঞানের ছাপ দেখি। বিজ্ঞান তো জীবনেরই অংশ। সাহিত্যে সেই বিজ্ঞানের আবহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দারুণ সব আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি করেন। সবার জন্য বিজ্ঞান জানার বিষয়টিকে বেশ গুরুত্ব দিতেন তিনি। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১৩৪৪ সনের আশ্বিনে বিশ্বপরিচয় বইটি প্রকাশ করেন। বইতে ৬টি অধ্যায় ছিল। সেগুলো হলো পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, গ্রহলোক, ভূলোক ও উপসংহার। আমরা সেই বইতে তিনটি চিত্র দেখতে পাই। অ্যান্ড্রোমিডা নীহারিকা, হ্যালির ধূমকেতু (১৯১০) এবং শনি ও পৃথিবীর আয়তনের তুলনামূলক চিত্র। বইটি উৎসর্গ করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। তিনি হিগস বোসন কণার সেই বিজ্ঞানী বসু বা বোস। বাংলার মানুষের মনে কেন অবৈজ্ঞানিক ভাব আসে, তা নিয়ে আক্ষেপ ছিল ঠাকুর মশায়ের। তিনি লিখেছেন, ‘আমি বিজ্ঞানের সাধক নই সে কথা বলা বাহুল্য। কিন্তু বালককাল থেকে বিজ্ঞানের রস আস্বাদনে আমার লোভের অন্ত ছিল না।’ বিজ্ঞানের জটিল সব বিষয়কে সহজভাবে জানতে ও লিখতে পছন্দ করতেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বপরিচয়-এ তিনি লিখেছেন, ‘রাতের আকাশে মাঝে মাঝে নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় লেপে দেওয়া আলো। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নীহারিকা। এদের মধ্যে কতকগুলি সুদূরবিস্তৃত অতি হাল্কা গ্যাসের মেঘ, আবার কতকগুলি নক্ষত্রের সমাবেশ। দুরবীনে এবং ক্যামেরার যোগে জানা গেছে যে, যে-ভিড় নিয়ে এই শেষোক্ত নীহারিকা, তাতে যত নক্ষত্র জমা হয়েছে, বহু কোটি তার সংখ্যা, অদ্ভুত দ্রুত তাদের গতি। এই যে নক্ষত্রের ভিড় নীহারিকামণ্ডলে অতি দ্রুতবেগে ছুটছে, এরা পরস্পর ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে যায় না কেন। উত্তর দিতে গিয়ে চৈতন্য হোলো এই নক্ষত্রপুঞ্জকে ভিড় বলা ভুল হয়েছে। এদের মধ্যে গলাগলি ঘেঁষাঘেঁষি একেবারেই নেই।’

বিভিন্ন কঠিন কঠিন বিষয়কে সহজ উদাহরণের মাধ্যমে প্রকাশের চেষ্টা ছিল তাঁর। নক্ষত্রপুঞ্জের উদাহরণে তিনি লেখেন, ‘পরমাণুর অন্তর্গত ইলেকট্রনদের গতিপথের দূরত্ব সম্বন্ধে সর জেমস জীনস যে উপমা দিয়েছেন এই নক্ষত্রমণ্ডলীর সম্বন্ধেও অনুরূপ উপমাই তিনি প্রয়োগ করেছেন। লণ্ডনে ওয়াটর্লু নামে এক মস্ত স্টেশন আছে। যতদূর মনে পড়ে সেটা হাওড়া স্টেশনের চেয়ে বড়োই। স্যর জেমসজীনস বলেন সেই স্টেশন থেকে আর সব খালি করে ফেলে কেবল ছটি মাত্র ধুলোর কণা যদি ছড়িয়ে দেওয়া যায় তবে আকাশে নক্ষত্রদের পরস্পর দূরত্ব এই ধূলিকণাদের বিচ্ছেদের সঙ্গে কিছু পরিমাণে তুলনীয় হোতে পারবে। তিনি বলেন, নক্ষত্রের সংখ্যা ও আয়তন যতই হোক আকাশের অচিন্তনীয় শূন্যতার সঙ্গে তার তুলনাই হোতে পারে না।’

আমাদের কাছের নক্ষত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, ‘আমাদের সবচেয়ে কাছের যে তারা, যাকে আমাদের তারা-পাড়ার পড়শি বললে চলে, সংখ্যা সাজিয়ে তার দূরত্ব বোঝাবার চেষ্টা করা বৃথা। সংখ্যা-বাঁধা যে পরিমাণ দূরত্ব মোটামুটি আমাদের পক্ষে বোঝা সহজ, তার সীমা পৃথিবীর গোলকটির মধ্যেই বদ্ধ, যাকে আমরা রেলগাড়ি দিয়ে মোটর দিয়ে স্টীমার দিয়ে চলতে চলতে মেপে যাই। পৃথিবী ছাড়িয়ে নক্ষত্র- বসৃতির সীমানা মাড়ালেই সংখ্যার ভাষাটাকে প্রলাপ বলে মনে হয়। গণিতশাস্ত্র নাক্ষত্রিক হিসাবটার ওপর দিয়ে সংখ্যার যে ডিম পেড়ে চলে সে যেন পৃথিবীর বহুপ্রসূ কীটেরই নকলে।’

সহজবোধ্য বাংলায় বিজ্ঞানের নানা বিষয় দেখা যায় তাঁর লেখনীতে। তিনি লিখেছেন, ‘ধূমকেতু শব্দের মানে ধোঁয়ার নিশান। ওর চেহারা দেখে নামটার উৎপত্তি। গোল মুণ্ড আর তার পিছনে উড়ছে উজ্জ্বল একটা লম্বা পুচ্ছ। সাধারণত এই হোলো ওর আকার। এই পুচ্ছটা অতিসূক্ষ্ম বাষ্পের। এত সূক্ষ্ম যে কখনো কখনো তাকে মাড়িয়ে গিয়েছে পৃথিবী, তবু সেটা অনুভব করতে পারিনি। ওর মুণ্ডটা উল্কাপিণ্ড দিয়ে তৈরি। এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এই মত স্থির করেছেন যে ধূমকেতুরা সূর্য্যের বাঁধা অনুচরেরই দলে। কয়েকটা থাকতে পারে যারা পরিবারভুক্ত নয় যারা আগন্তুক।’

বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। বিজ্ঞানের নানা পথে রবিঠাকুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বিজ্ঞানবিষয়ক নিবন্ধের মধ্যে দেখা যায় সামুদ্রিক জীব, বৈজ্ঞানিক সংবাদ, গতি নির্ণয়ের ইন্দ্রিয়, ইচ্ছামৃত্যু, মাকড়সা-সমাজে স্ত্রীজাতির গৌরব, উটপাখির লাথি, জীবনের শক্তি, ভূতের গল্পের প্রামাণিকতা, মানব শরীর, রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য, উদয়াস্তের চন্দ্রসূর্য, অভ্যাসজনিত পরিবর্তন, ওলাউঠার বিস্তার, ঈথর/ ইথার, ভূগর্ভস্থ জল এবং বায়ুপ্রবাহ। বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুকে নিয়ে তিনি বলেন, ‘আচার্য জগদীশ জড় ও জীবের ঐক্যসেতু বিদ্যুতের আলোকে আবিষ্কার করিয়াছেন। আচার্যকে কোনো কোনো জীবতত্ত্ববিদ বলিয়াছিলেন, আপনি তো ধাতব- পদার্থের কণা লইয়া এতদিন পরীক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু যদি আস্ত একখণ্ড ধাতু পদার্থকে চিমি কাটিয়া তাহার মধ্য হইতে এমন কোনো লক্ষণ বাহির করিতে পারেন, জীব-শরীরে চিমির সহিত যাহার কোনো সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবে আমরা বুঝি!’ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর যুক্তরাজ্যের রয়েল ইনস্টিটিউশনে বক্তৃতার খবর অনুবাদ করেও প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ। এভাবে বিজ্ঞানে তাঁর আগ্রহের কথা প্রকাশ পেয়েছে বারেবারে। তাঁর সাহিত্যের নক্ষত্রমণ্ডলীর সবটাজুড়েই তা ছড়িয়ে- ছিটিয়ে আছে, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

**সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।**

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক দু'দিনব্যাপী ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা বুধবার আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে শুরু হয়েছে।

# ওমান উপকূলে মার্কিন হামলায় নিহত তিন ভারতীয় নাবিক, দেহ উদ্ধারের কথা জানালেন সোনোয়াল

নয়াদিল্লি, ১১ জুন (আইএএনএস): ওমান উপকূলের কাছে একটি জাহাজে মার্কিন বাহিনীর হামলার পর নিখোঁজ হওয়া তিন ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে। তাঁদের দেহ উদ্ধার ও শনাক্ত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল।

এই ঘটনাকে ভারতের সামুদ্রিক সম্প্রদায়ের জন্য "গভীর ক্ষতি" বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। পাশাপাশি নিহত নাবিকদের মরদেহ দেশে ফিরিয়ে এনে শেষকৃত্যের ব্যবস্থা করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান।

এক্সে (সাবেক টুইটার) করা এক পোস্টে সোনোয়াল বলেন, "পালাউ-নিবন্ধিত এমটি সেট্টেবেলো জাহাজে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনার খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। প্রথমে নিখোঁজ বলে জানানো তিন ভারতীয় নাবিকের দেহ উদ্ধার ও শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁদের মৃত্যু নিশ্চিত হয়েছে।"

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, তেলবাহী জাহাজটিতে হামলার পর ২১ জন ভারতীয় নাবিককে উদ্ধার করা হয়েছিল, তবে তিনজন নিখোঁজ ছিলেন।

মন্ত্রী জানান, শোকসন্তপ্ত পরিবারগুলির পাশে রয়েছে কেন্দ্র সরকার। তিনি বলেন, "এই কঠিন সময়ে মোদি সরকার শোকাহত পরিবারগুলির পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছে এবং তাঁদের সর্বতোভাবে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উদ্ধার হওয়া নাবিকদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং নিহতদের মরদেহ দ্রুত স্বদেশে পাঠানোর জন্য আমি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছি।"

জানা গিয়েছে, হামলার সময় তেলবাহী জাহাজটিতে মোট ২৮ জন কর্মী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ২৪ জন ভারতীয় এবং চারজন বিদেশি নাগরিক ছিলেন। বিদেশিদের মধ্যে দু''জন পাকিস্তানি, একজন ইউক্রেনীয় এবং একজন রুশ নাগরিক ছিলেন।

মার্কিন বাহিনীর দাবি, জাহাজটি নির্ধারিত নির্দেশিকা লঙ্ঘন করেছিল। সেই কারণেই সেটি তাদের নজরে আসে এবং পরবর্তীতে হামলার মুখে পড়ে।

ঘটনার বিস্তারিত কারণ এবং হামলার পরিস্থিতি নিয়ে এখনও বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, নিহত ভারতীয় নাবিকদের পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য জানার জন্য অপেক্ষা করছে তাঁদের পরিবার ও দেশবাসী।

# বাংলাদেশে হাম প্রাদুর্ভাব: মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৪২, ২৪ ঘণ্টায় প্রাণ গেল আরও ৩ শিশুর

ঢাকা, ১১ জুন (আইএএনএস): বাংলাদেশে হামের প্রকোপ ক্রমশ উদ্বেগজনক আকার ধারণ করছে। গত ২৪ ঘণ্টায় হাম-সদৃশ উপসর্গে আরও তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এর ফলে দেশে হামে নিশ্চিত ও সন্দেহভাজন মৃত্যুর মোট সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৪২।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিজিএইচএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ তিনটি মৃত্যুকেই সন্দেহভাজন হামজনিত মৃত্যু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে সন্দেহভাজন হামে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে ৫৫০-এ পৌঁছেছে। তবে পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া হামে মৃত্যুর সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে আরও ১,১১০টি নতুন সন্দেহভাজন হামের ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। এর ফলে মোট সন্দেহভাজন আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৩,১৩৯।

একই সময়ে ১৩২টি নতুন পরীক্ষাগারে নিশ্চিত হওয়া সংক্রমণের ঘটনা সামনে এসেছে। ফলে দেশে মোট নিশ্চিত হাম আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০,০৫৯।

ডিজিএইচএস-এর তথ্য অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এ পর্যন্ত হাম-সদৃশ উপসর্গ নিয়ে ৬৮,০৫৬ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৬৪,২৯৩ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

বাংলাদেশ সরকার দাবি করেছে যে লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের মধ্যে ১০০ শতাংশেরও বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। তবে তার পরেও সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়তে থাকায় টিকা কার্যকারিতা এবং টিকাকরণের আওতার বাস্তব চিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা ঢাকা ট্রিবিউন-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশজুড়ে জরুরি হাম টিকাকরণ কর্মসূচি শেষ হওয়ার এক মাসেরও বেশি সময় পরেও প্রতিদিন এক হাজারের বেশি শিশু হাম বা হাম-সদৃশ উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ বে-নাজির আহমেদ বলেন, "টিকাকরণের হার ৯০ শতাংশের বেশি হলে সাধারণত হামের সংক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ার কথা। যদি বাস্তবে টিকাকরণ ঘোষিত মাত্রায় হয়ে থাকে, তাহলে এতদিনে সংক্রমণ অনেক বেশি হারে কমে যাওয়া উচিত ছিল।"

তিনি আরও বলেন, "অনেক ক্ষেত্রে কাগজে-কলমে টিকাকরণের হার ১০০ শতাংশ দেখানো হলেও বাস্তবে হাজার হাজার শিশু টিকার বাইরে থেকে যেতে পারে। লক্ষ্যভুক্ত শিশুদের প্রকৃত সংখ্যা সব সময় সরকারি হিসাবের সঙ্গে মেলে না।"

বিশেষজ্ঞদের মতে, শুধু টিকাকরণের সংখ্যা নয়, শিশুদের শরীরে পর্যাপ্ত রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হয়েছে কিনা, সেটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে টিকাকরণ কর্মসূচির কার্যকারিতা এবং নজরদারি ব্যবস্থার উপর আরও জোর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

# বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি ও দুর্নীতি নিয়ে বিহার সরকারের বিরুদ্ধে তোপ তেজস্বী যাদবের

পাটনা, ১১ জুন (আইএএনএস): বিহারের এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র করলেন আরজেডির জাতীয় কার্যকরী সভাপতি তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার লালু প্রসাদ যাদব-এর জন্মদিন উপলক্ষে রাবড়ি দেবী-র বাসভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, অভিবাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং দুর্নীতির ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

তেজস্বীর দাবি, বিহারে বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি এবং ভিনরাজ্যে শ্রমিকদের অভিবাসন উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। একইসঙ্গে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিরও অবনতি ঘটেছে। তাঁর অভিযোগ, অপরাধীরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং সরকার সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে।

আরজেডি নেতা আরও দাবি করেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য ক্রমশ বাড়ছে। ধনীরা আরও ধনী হচ্ছে, আর দরিদ্ররা আরও পিছিয়ে পড়ছে।

দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, বিভিন্ন বিতর্কিত ঘটনার ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারি বাংলো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং প্রতীকী রাজনৈতিক বিতর্কের মতো বিষয় সামনে এনে প্রকৃত সমস্যা থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

চাকরি ও অধিকার দাবিতে আন্দোলনরত যুবকদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জের অভিযোগও তোলেন তেজস্বী। পাশাপাশি মহিলাদের জন্য ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতির কী হল, সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি।

রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী-কে প্রকাশ্য বিতর্কে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তেজস্বী বলেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কথার ভিত্তিতে নয়, উন্নয়নমূলক কাজের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা উচিত। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ সরকারের কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

লালু প্রসাদ যাদবের জন্মদিন প্রসঙ্গে তেজস্বী বলেন, তাঁর বাবা গরিব মানুষের মসিহা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতীক। তাঁর রাজনৈতিক সংগ্রাম এখনও দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের অনুপ্রাণিত করে।

এছাড়া, নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে জেডিইউ নেতা বিজেন্দ্র যাদব-এর মন্তব্যেরও জবাব দেন তেজস্বী। তিনি বলেন, নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা তিনি কখনও গোপন করেননি। উল্টে তিনি এনডিএ নেতাদের, এমনকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। ব্যঙ্গের সুরে তিনি আরও বলেন, বিহারের শিক্ষামন্ত্রী যেমন একজন নেতাকে অধ্যাপক বানিয়েছেন, তেমনই একদিন নিশান্ত কুমার-কেও ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে দেবেন বলে তাঁর বিশ্বাস।

# ভারতীয় সিনেমার অপূরণীয় ক্ষতি, কিংবদন্তি পরিচালক ভারতীরাজার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ মোদির

চেন্নাই, ১১ জুন (আইএএনএস): কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক ভারতীরাজা-র প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, ভারতীরাজা ছিলেন চলচ্চিত্র জগতের এক মহীরুহ, যার অবদান তামিল সিনেমাকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে এবং ভারতীয় চলচ্চিত্রে অমোচনীয় ছাপ রেখে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় শোকবার্তা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "থিরু ভারতীরাজা জির প্রয়াণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তিনি ছিলেন চলচ্চিত্র জগতের এক বিশাল ব্যক্তিত্ব, যার সৃষ্টিকর্ম তামিল সিনেমাকে আমূল বদলে দিয়েছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল গ্রামীণ জীবনের তাঁর অসাধারণ উপস্থাপনা।"

প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিবার, বন্ধু এবং অসংখ্য অনুরাগীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বার্তার শেষে "ওঁ শান্তি" লেখেন।

ভারতীয় সিনেমার অন্যতম প্রভাবশালী নির্মাতা হিসেবে পরিচিত ভারতীরাজা তামিল চলচ্চিত্রে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিলেন। স্টুডিওকেন্দ্রিক চিত্রায়ণের পরিবর্তে তিনি বাস্তব গ্রামীণ পরিবেশে গল্প বলার পথ দেখান। তাঁর ছবিতে সাধারণ মানুষের জীবন, আবেগ, স্বপ্ন এবং সংগ্রাম অত্যন্ত বাস্তবধর্মীভাবে উঠে এসেছে, যা সেই সময়ে বিরল ছিল। ১৯৭৭ সালে ১৬ ভায়াথিনাইল ছবির মাধ্যমে পরিচালনায় আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। কমল হাসান, রজনীকান্ত এবং শ্রীদেবী অভিনীত এই ছবি তামিল সিনেমার ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। গ্রামীণ জীবনের বাস্তব চিত্রায়ণের জন্য ছবিটি ব্যাপক প্রশংসা কুড়িয়েছিল এবং ভারতীরাজাকে ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গির চলচ্চিত্রকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

পরবর্তী কয়েক দশকে তিনি একাধিক সমালোচক-প্রশংসিত ও বাণিজ্যিকভাবে সফল ছবি পরিচালনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিঝাক্কে পোগুম রেল, আলাইগাল ওইভাথিল্লাই, মান ভাসানাই, মুধল মারিয়াধাই, ভেধাম পুধিথু, করুথাম্মা, কিজক্কু চিমাইলে এবং অন্তিমন্তারাই।

তাঁর বহু চলচ্চিত্রে সামাজিক সমস্যার কথা উঠে এসেছে, তবে সেগুলির কেন্দ্রে ছিল মানবিক আবেগ ও গ্রামীণ তামিলনাড়ুর বাস্তব জীবন। চলচ্চিত্র জগতে বহু অভিনেতা ও প্রযুক্তিবিদকে সুযোগ করে দেওয়ার কৃতিত্বও ভারতীরাজার। তাঁর স্বতন্ত্র গল্প বলার ধরণ পরবর্তী প্রজন্মের অসংখ্য নির্মাতাকে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আধুনিক তামিল সিনেমার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

তাঁর প্রয়াণে রাজনৈতিক নেতা, চলচ্চিত্র জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং দেশজুড়ে অসংখ্য অনুরাগী শোকপ্রকাশ করেছেন। তাঁরা ভারতীরাজাকে একজন দূরদর্শী নির্মাতা এবং ভারতীয় সিনেমার অন্যতম সৃজনশীল কণ্ঠস্বর হিসেবে স্মরণ করছেন।

# গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকে

● প্রথম পাতার পর

স্কুল পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত করা হচ্ছে। রাজ্যের প্রতিটি ফাউন্ডেশন লিটারেসি ও নিউমেরেসি শ্রেণিকক্ষে নিপুণ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

এছাড়া এনসিইআরটি-র বিদ্যা প্রবেশ কাঠামোর ভিত্তিতে তৈরি বিদ্যা-সেতু মডিউল নবভর্তি প্রথম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় শিক্ষায় সহজ অভিযোজনে সহায়তা করছে। বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা স্কুল কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন ফ্রেমওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। একইসঙ্গে স্মার্ট ক্লাসরুম ও টিঙ্কারিং ল্যাব গড়ে তুলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো হচ্ছে। পিএম-শ্রী প্রকল্পের আওতায় ৮৪টি বিদ্যালয়কে মডেল স্কুল হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে, আর বিদ্যাজ্যোতি কর্মসূচির মাধ্যমে ১২৫টি সিবিএসই ধাঁচের মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া "বন্দে ত্রিপুরা" নামে শিক্ষামূলক টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষা সম্প্রচার করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্যখাতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পোষণ ট্র্যাকার-এর আওতায় তিন লক্ষাধিক আধার-যাচাইকৃত উপভোক্তাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নীতি আয়োগের সহযোগিতায় স্কুল হেলথ মিশন চালু করে ১২৫টি পাইলট স্কুলে নার্স নিয়োগ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব সুস্থ কৈশোর অভিযানের আওতায় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিচালিত আটটি অভিযানে প্রায় ৯৮ শতাংশ কভারেজ অর্জিত হয়েছে।

অ-সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান-এর মাধ্যমে ৩০ বছরের ঊর্ধ্বে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও জানান, রাজ্যের আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দিরগুলি এনকিউএএস সার্টিফিকেশন অর্জন করেছে, যার ফলে শিশু মৃত্যুর হার কমানোর মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য সূচকে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। একইসঙ্গে মেডিক্যাল শিক্ষায়ও উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। এমবিবিএস আসন সংখ্যা ২২৫ থেকে বেড়ে ৫৫০ এবং স্নাতকোত্তর আসন সংখ্যা ৮৫ থেকে ১৯৬-এ উন্নীত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে রাজ্যের ৪.৯৬ লক্ষ গ্রামীণ মহিলা ৫৫,৬৭৬টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। সমৃদ্ধি অভিযান-এর মাধ্যমে মহিলা পরিচালিত গোষ্ঠী ও উদ্যোগগুলিতে ঋণপ্রবাহ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

মহিলা উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে ত্রিপুরা মহিলা উদ্যোক্তা নীতি ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি মহিলাদের আইটিআই-তে এসএইচই দক্ষতা ও উদ্যোক্তা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলির ফলে ২০২২ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে রাজ্যে মহিলা শ্রমশক্তির অংশগ্রহণের হার ৩৭.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৫.৯ শতাংশে পৌঁছেছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করে মহিলাদের রাতের শিফটেও কাজের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে টাটা টেকনোলজিস-এর সহযোগিতায় আইটিআইগুলিকে আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। শিল্প ৪.০ ভিত্তিক কোর্স, কর্মশালার উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় ওয়ার্ল্ড স্কিল সেন্টার ও স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজেস প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রীর "রিফর্ম এক্সপ্রেস"-এ সামিল হওয়ার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডিরেগুলেশন ও কমপ্লায়েন্স রিডাকশন উদ্যোগের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ত্রিপুরা সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। তিনি আরও জানান, গত এক বছরে ত্রিপুরা ৩০,০০০ কোটিরও বেশি টাকার বিনিয়োগ প্রস্তাব আকর্ষণ করেছে, যার মধ্যে ৮,০০০ কোটিরও বেশি টাকার প্রকল্প ইতিমধ্যে বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে। ভর্তি এয়ারটেল-সহ একাধিক বড় সংস্থা আগরতলায় ডেটা সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে।

পর্যটন খাতে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী পর্যটন সার্কিট এবং বৌদ্ধ পর্যটন সার্কিট গড়ে তোলার কাজ চলছে। ঐতিহাসিক পুষ্পবন্ত প্যালেসকে আইএইচসিএল-এর তাজ ব্র্যান্ডের অধীনে বিশ্বমানের হেরিটেজ হোটেলে রূপান্তর করা হচ্ছে।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্য মন্ত্রিসভা থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত পর্যন্ত সম্পূর্ণ ডিজিটাল ও পেপারলেস কার্যপ্রণালী চালু করেছে। এছাড়া আইজিওটি প্ল্যাটফর্মের সাধনা সপ্তাহ কর্মসূচিতে গ্রুপ-এ রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে ত্রিপুরা, যা মিশন কর্মযোগীর সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যুব সমাজের মধ্যে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা মনোভাব গড়ে তুলতে স্টেট ইনোভেশন মিশন এবং টি-নেস্ট গঠন করা হয়েছে।

বক্তৃতার শেষে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহা মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে "বিকশিত ভারত" গঠনের জাতীয় লক্ষ্যে ত্রিপুরার অটল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং নীতি আয়োগের কৌশলগত দিকনির্দেশনায় এই বৈঠকের আলোচনা দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে বাস্তব ও যুগান্তকারী ফলাফল বয়ে আনবে।

# সিএমআরএল-এক্সালজিক মামলায় ইডির তলব এড়ালেন ভীণা বিজয়ন, চাইলেন আরও সময়

কোচি, ১১ জুন (আইএএনএস): খনিজ সংস্থা সিএমআরএল-এর তথাকথিত 'মাসাপ্পাডি' (মাসিক অর্থপ্রদান) মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য শুক্রবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) সামনে হাজির হচ্ছেন না প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা পিনারাই বিজয়নের মেয়ে ভীণা থাইকান্ডি।

শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ভীণা ই-মেলের মাধ্যমে ইডিকে জানিয়েছেন যে, নির্ধারিত দিনে তিনি হাজির হতে পারবেন না এবং জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নতুন তারিখ চেয়েছেন।

একই সঙ্গে তিনি ইডিকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি তিনি জমা দিতে প্রস্তুত। ভীণা জানিয়েছেন, তাঁর আইনজীবীরা কোচির ইডি দফতরে উপস্থিত হয়ে চাওয়া নথিপত্র জমা দেবেন।

ইডি তাঁকে নতুন তারিখ দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছে এবং শীঘ্রই নতুন সমন জারি করা হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

তদন্তের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ভীণার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এক্সালজিক এবং কোচিন মিনারেলস অ্যান্ড রুটাইল লিমিটেড (সিএমআরএল)-এর মধ্যে হওয়া আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও)-এর অনুসন্ধানে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতেই ইডি তদন্ত শুরু করে। অভিযোগ, সিএমআরএল বিভিন্ন সন্দেহজনক খাতে ব্যয় দেখিয়ে অর্থপ্রদান করেছে, যার মধ্যে আর্থিক অনিয়মের সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা খতিয়ে দেখছে, এই লেনদেনগুলির সঙ্গে অর্থপাচারের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না।

তদন্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে ভীণা সিএমআরএল-এর কাছ থেকে ২.৭৮ কোটি টাকা পেয়েছিলেন। এছাড়া 'এমপাওয়ার ইন্ডিয়া ক্যাপিটাল' থেকে ৫০ লক্ষ টাকার একটি ঋণও নেওয়া হয়েছিল।

এই অর্থপ্রদানের বিপরীতে প্রকৃত পরিষেবা দেওয়া হয়েছিল কি না, যথাযথ বিল, চালান এবং কর-সংক্রান্ত নথি রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে ইডি।

ঘটনাকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী দলনেতার পরিবারের বিরুদ্ধে তদন্ত তীব্র হওয়ায় রাজনৈতিক চাপও বাড়ছে।

সূত্রের খবর, ইডির সামনে হাজির হলে সম্ভাব্য আইনি প্রভাব কী হতে পারে, তা নিয়ে আইনজীবীদের সঙ্গে পরামর্শের পরই ভীণা আরও সময় চাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এর আগে ইডির একাধিক তল্লাশি অভিযানে ২৪২টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে থাকা ১৮ কোটিরও বেশি টাকা ফ্রিজ করা হয়েছিল। ধনলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক এবং এইচডিএফসি ব্যাঙ্কে ভীণার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করা তিনটি অ্যাকাউন্টও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে।

সিএমআরএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস.এন. কার্থা, তাঁর পরিবারের সদস্য এবং সংস্থার আরও কয়েকজন শীর্ষ আধিকারিককেও নোটিস পাঠানো হয়েছে।

তদন্ত আরও গভীরে প্রবেশ করায় 'মাসাপ্পাডি' মামলা এখন সিপিআই(এম) নেতৃত্বের জন্য বড় রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। বিরোধী দলগুলি বিষয়টি নিয়ে জবাবদিহির দাবি জানিয়ে চাপ বাড়াচ্ছে।

ইডি পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেদিকে এখন রাজনৈতিক মহলের নজর।

# শুভেন্দু অধিকারী সরকারের শিক্ষাদফতর ভাগের সিদ্ধান্তের নেপথ্যে একাধিক লক্ষ্য: বিজেপি সূত্র

কলকাতা, ১১ জুন (আইএএনএস): শুভেন্দু অধিকারী সরকারের সাম্প্রতিক মন্ত্রিসভায় স্কুল শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দফতরের জন্য পৃথক দুই মন্ত্রী নিয়োগের সিদ্ধান্তের পিছনে একাধিক কৌশলগত লক্ষ্য রয়েছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির অভ্যন্তরীণ সূত্র।

নতুন দফতর বণ্টনে সাংবাদিক-থেকে-রাজনীতিক হওয়া জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-কে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী এবং বিজেপির প্রবীণ বিধায়ক দীপক বর্মণ-কে স্কুলশিক্ষামন্ত্রী করা হয়েছে।

এই ব্যবস্থা পূর্ববর্তী মমতা ব্যানার্জী নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের প্রচলিত রীতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। গত ১৫ বছরে রাজ্যের গোটা শিক্ষাদফতরের দায়িত্ব একজন মন্ত্রীর হাতেই ছিল। তৃণমূল আমলে পর্যায়ক্রমে ব্রাত্য বসু, পার্থ চ্যাটার্জি এবং পরে আবার ব্রাত্য বসু শিক্ষাদফতরের দায়িত্ব সামলেছেন।

তবে স্কুলশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার জন্য পৃথক মন্ত্রীর ব্যবস্থা পূর্ববর্তী বাম সামনে সরকারের সময় চালু ছিল। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট সরকারের শেষ বছরে পার্থ দে ছিলেন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী এবং সুদর্শন রায় চৌধুরী ছিলেন উচ্চশিক্ষামন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির এক রাজ্য কমিটির সদস্যের দাবি, পুরনো ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে চারটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে।

প্রথমত, বিশেষায়িত নজরদারি। তাঁর মতে, স্কুলশিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছাত্রছাত্রীদের মৌলিক ভিত্তি তৈরি করা, অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য গবেষণা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং পেশাভিত্তিক শিক্ষা। তাই দুটি ক্ষেত্রের প্রকৃতি আলাদা হওয়ায় পৃথক মন্ত্রী নিজ নিজ ক্ষেত্রে আরও নিবিড়ভাবে নজর দিতে পারবেন।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা ও বাজেট বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্যকারিতা বৃদ্ধি। বিজেপি সূত্রের বক্তব্য, শিক্ষার প্রতিটি স্তরের জন্য আলাদা বাজেট ও কৌশলগত পরিকল্পনা প্রয়োজন। পৃথক মন্ত্রী থাকলে বাজেটের যথাযথ ব্যবহার এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর আরও কার্যকর নজরদারি সম্ভব হবে।

তৃতীয় লক্ষ্য হল ক্ষেত্রভিত্তিক নীতি প্রণয়ন। সূত্রের দাবি, স্কুলশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন হওয়ায় পৃথক মন্ত্রী থাকলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের উপযোগী এবং কার্যকর নীতি গ্রহণ করা সহজ হবে।

চতুর্থ এবং শেষ লক্ষ্য হল প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি বাড়ানো। বিজেপি নেতার মতে, দুটি বৃহৎ দফতরের বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজন একসঙ্গে সামলানো একজন মন্ত্রীর পক্ষে জটিল হয়ে পড়ে। তাঁর কথায়, "দুটি দফতরের জন্য পৃথক মন্ত্রী থাকলে নথিপত্র প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের কাজ সহজ হবে। প্রশাসনিক জটিলতা কমবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের গতি বাড়বে।"

# রাজস্থানে রাজ্যসভার দুই আসন বিজেপির, একটি ধরে রাখল কংগ্রেস

জয়পুর, ১১ জুন (আইএএনএস): রাজস্থানের তিনটি রাজ্যসভা আসনের নির্বাচন প্রক্রিয়া বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীনভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বিজেপির দুই প্রার্থী এবং কংগ্রেসের এক প্রার্থী। আলকা গুর্জর ও সতীশ পুনিয়া বিজেপির পক্ষ থেকে এবং নীরজ ডাঙ্গি কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নির্বাচিত হন। রাজস্থান বিধানসভায় রিটার্নিং অফিসার তাঁদের হাতে নির্বাচনী শংসাপত্র তুলে দেন।

রাজ্যসভার নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার ভারত ভূষণ শর্মা জানান, মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর আর কোনও প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় না থাকায় ভোটগ্রহণের প্রয়োজন পড়েনি। আসন সংখ্যার সমান প্রার্থী থাকায় তিনজনকেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। বর্তমান বিধানসভায় বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)-র সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রতিফলনই এই ফলাফলে দেখা গিয়েছে। তিনটি আসনের মধ্যে দুটি বিজেপির দখলে গেলেও একটি আসন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলে সতীশ পুনিয়ার রাজ্যসভায় নির্বাচিত হওয়াকে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। রাজস্থানে বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি এবং অন্যতম ওবিসি মুখ হিসেবে পরিচিত পুনিয়ার মাধ্যমে উচ্চকক্ষে দলের প্রতিনিধিত্ব আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অলকা গুর্জরের রাজ্যসভায় মনোনয়নকে বিজেপির নারী প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো এবং সামাজিক ভিত্তি আরও সম্প্রসারণের কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে নীরজ ডাঙ্গির পুনর্নির্বাচন দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যসভায় কংগ্রেসের অন্যতম সক্রিয় মুখ এবং রাজস্থানে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একজন।

নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে নবনির্বাচিত সদস্যরা শপথ নিয়ে তাঁদের সাংসদ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন।



শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে ১৫ জুন যুব কংগ্রেসের বিক্ষোভ।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## আইসক্রিম কাঠি দিয়েই সাধারণ ঘরকে করে তুলুন অসাধারণ

মনে আছে স্কুলের সেই পুরনো দিনগুলো? আইসক্রিম কাঠি দিয়ে অনেকেই বানাতেন নানারকমের সরঞ্জাম। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সাধারণ হাতের কাজ এখন অনেকের কাছেই অতীত। সেই সাধারণ হাতের কাজ দিয়েই আপনি আপনার বাড়ির অন্দরমহলে নিয়ে আসতে পারেন চমৎকার সব বুটিক স্টাইল লুক। এই প্রতিবেদনে এমন ৮টি আইডিয়া দেওয়া হল যা আপনার বাড়ির সৌন্দর্য্য এক ধাক্কায় অনেকখানি বাড়িয়ে দেবে। আইসক্রিমের কাঠিগুলো আঠা দিয়ে জুড়ে তৈরি করে নিন একটি চমৎকার ষড়ভুজ আকৃতির আধুনিক তাক। কাঠিগুলো একটির ওপর আরেকটি সমান্তরালভাবে বসিয়ে বেশ কিছুটা পুরু করে তুলতে হবে যাতে তা ছোটখাটো জিনিস ধরে রাখতে পারে। এরপর ম্যাট কালো বা গাঢ় নেভি ব্লু রঙ স্প্রে করে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দিলে এটি দেখতে কোনও দামি জিনিসের মতো লাগবে।

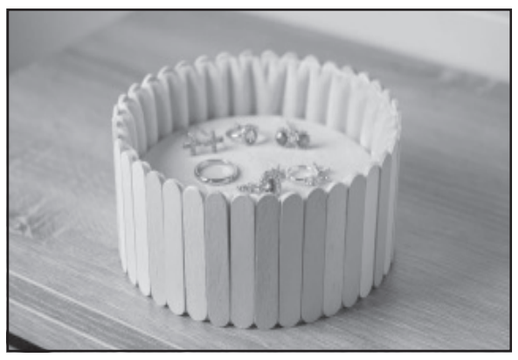

আইসক্রিমের কাঠিগুলোর মাথাগুলো ধারালো কোণে কেটে নিয়ে একটি সাধারণ কর্ক শিটের ওপর আঁকাবাঁকা করে আঠা দিয়ে বসিয়ে দিন। এরপর একটি শিরীষ কাগজ দিয়ে কাঠিগুলো খুব ভালোভাবে ঘষে মসৃণ করে নিয়ে ওপর থেকে গাঢ় আখরোট রঙের স্টেইন লাগিয়ে সিল করে নিতে হবে। অতিথি আপ্যায়নে এই হাতে তৈরি কোস্টারগুলো দেখতে হুবহু আসল দামী কাঠের কাজের মতো চমৎকার লাগবে।

বাড়িতে পড়ে থাকা সাধারণ প্লাস্টিকের ফুলের টবগুলোর বাইরের চারপাশে এই কাঠিগুলো লম্বালম্বিভাবে সারিবদ্ধ করে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিন। এতে টবটিতে একটি আধুনিক খাঁজকাটা টেক্সচার আসবে। সবশেষে এটিকে হালকা টেরাকোটা বা ক্রিম রঙের অফ-হোয়াইট দিয়ে রাঙিয়ে দিলেই এটি সেরামিকের মতো ভারী ও আকর্ষণীয় দেখাবে।

একটি ছোট গোল আয়না কিনে তার পেছনের চারপাশে আইসক্রিমের কাঠিগুলো এমনভাবে জুড়ে দিন যেন তা সূর্য্যের ছড়ানো রশ্মির মতো দেখায়। কাঠিগুলোর দৈর্ঘ্য একটু ছোট-বড় বা এলোমেলো করে দিলে ফ্রেমটিতে একটি চমৎকার স্তরযুক্ত গভীরতা তৈরি হবে। সবশেষে পুরো ফ্রেমে মেটালিক গোল্ড রঙ স্প্রে করলেই বসার ঘরের দেওয়ালে ফুটে উঠবে এক রাজকীয় আভিজাত্য।

একটি সাধারণ কার্ডবোর্ডের টিস্যু বক্সের চারপাশের দেওয়ালে এই কাঠিগুলো একটির ওপর আরেকটি রেখে আঠা দিয়ে ভালো করে লাগিয়ে দিন। আঠা শুকিয়ে যাওয়ার পর এবড়োখেবড়ো ধারগুলো ঘষে মসৃণ করে নিয়ে ওপর থেকে স্বচ্ছ কাঠের বার্নিশ ব্রাশ দিয়ে আলতো করে লেপে দিতে হবে। এটি আপনার বাথরুম বা ড্রেসিং টেবিলে এক লহমায় স্পা-র মতো শান্ত ও আরামদায়ক আবহ তৈরি হবে। আইসক্রিমের কাঠিগুলোকে সরু খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করে আঠার সাহায্যে একটি চমৎকার ফাঁপা ও চারদিক খোলা ত্রিমাত্রিক কাঠামো তৈরি করুন। এরপর পুরো কাঠামোটিকে গাঢ় ম্যাট কালো রঙে রাঙিয়ে নিয়ে তার ভেতরে একটি ব্যাটারিচালিত ফেয়ারি লাইট বা নকল মোমবাতি জ্বালিয়ে দিন। ঘরের কোণে বা বারান্দায় এটি ঝুলিয়ে দিলে দূর থেকে দেখে মনে হবে যেন কোনও দামী লোহার লণ্ঠন জ্বলছে।

মাত্র তিনটি আইসক্রিমের কাঠি আড়াআড়িভাবে জুড়ে দিয়ে ছবি রাখার জন্য একটি ছোট্ট তিন-পায়াবিশিষ্ট স্ট্যান্ড বা ইজেল তৈরি করে নিতে পারেন। ছবিটিকে আটকে রাখার সুবিধার্থে এর সামনের নিচের দিকে আরও একটি ছোট্ট কাঠির টুকরো কেটে আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। এটিকে ধবধবে সাদা রঙ করে বা একদম প্রাকৃতিক কাঠের রঙে রেখে বুকশেলফে একটি পোলারয়েড ছবি সাজিয়ে রাখতে পারেন।

ভিত্তি তৈরির জন্য প্রথমে কয়েকটি আইসক্রিমের কাঠি সমান করে বিছিয়ে দিন এবং এর চারপাশের কিনারা তৈরির জন্য ছোট ছোট টুকরো কেটে আঠা দিয়ে জুড়ে দিন। গয়না বা আংটি আটকে রাখার জন্য এর ঠিক মাঝখানে কয়েকটি খাড়া ছোট পেরেক বা স্টিক শক্ত করে আটকে দিতে হবে। সবশেষে একটি হালকা প্যাস্টেল রঙ করে এর ভেতরের অংশে মখমলের বা ভেলভেটের কাপড়ের টুকরো মুড়ে দিলেই তৈরি আকর্ষণীয় রিং ডিশ।

## জল ভরা ডাব কিনা কীভাবে বুঝবেন

শরীর ঠান্ডা রাখতে গরমে ডাবের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু দাম দিয়ে ডাব কিনেও যদি পর্যাপ্ত জল না পান, তবে পুরো টাকাটাই জলে যায়। তাই ভালো ডাব চেনার কায়দাটা শিখে নিন।

গরমে ডিহাইড্রেশন দূর করতে, শরীর ঠান্ডা রাখতে, ডাবের জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু বাজারে বড় সাইজ দেখে ডাব কিনলেই বেশি জল পাবেন, এমন গ্যারান্টি নেই। কয়েকটি সহজ কৌশল জানলেই আপনি সহজেই টাটকা ডাব চিনে নিতে পারবেন।

আকার নয়, ওজন দেখুন প্রথমে। একই সাইজের দুটি ডাবের মধ্যে যেটি হাতে তুললে বেশি ভারী লাগবে, সেটিতেই জলের পরিমাণ বেশি। হালকা ডাব মানে ভেতরের জল শুকিয়ে শাঁস বেড়ে গেছে। তাই কেনার সময় ওজনই আসল বিচারক। ডাবের গায়ের রং বলে দেবে সতেজতা। উজ্জ্বল সবুজ রঙের ডাব মানেই সদ্য গাছ থেকে পাড়া ও টাটকা। ধূসর, বাদামি দাগ বা ফ্যাকাসে রং দেখলে বুঝবেন ডাবটি পুরোনো। পুরনো ডাবে জল কমে যায় ও শাঁস বেশি হয়।

মাথার তিনটি দাগ খেয়াল করুন ভালো করে। টাটকা ডাবের এই প্রাকৃতিক রেখাগুলো স্পষ্ট ও কিছুটা উঁচু থাকে। যদি দাগগুলো ভেতরে বসে যাওয়া বা ভোঁতা লাগে, তবে ডাবটি অনেক দিনের পুরনো। এমন ডাবের স্বাদ ও জল দুটোই কম।

কানের কাছে নিয়ে হালকা ঝাঁকিয়ে শুনুন শব্দ। ভালো ডাবে কোনও ছপছপ শব্দ হয় না কারণ জল দিয়ে ভেতরটা প্রায় পূর্ণ থাকে। জোরে শোঁ শোঁ বা জল নড়ার শব্দ মানেই ভেতরে ফাঁকা জায়গা আছে, অর্থাৎ

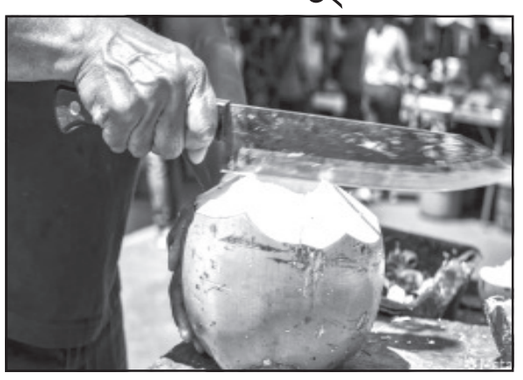

জল কম। আকৃতিতেও লুকিয়ে আছে কৌশল। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ডিম্বাকৃতি বা সামান্য লম্বাটে ডাবে জলের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি থাকে। পুরোপুরি গোলাকার ডাবে অনেক সময় শাঁসের ভাগ বেশি ও জল কম হয়।

ভেজা বা ছিদ্রযুক্ত ডাব একদম এড়িয়ে চলুন। উপরের অংশ স্যাঁতসেঁতে লাগলে সেটি নষ্ট হওয়ার ইঙ্গিত দেয়। মাথার কাছে ছোট ছিদ্র থাকলেও ডাবটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তাই কেনার আগে ভালো করে দেখে নিন। সঠিক ডাব চিনতে এই ৬টি পয়েন্ট মনে রাখুন। এই কৌশলগুলো মানলেই গরমে ঠকবেন না, পাবেন পয়সা উসুল টাটকা ডাব।

## আলুর খোসার জিভে জল আনা রেসিপি

বাঙালির অত্যন্ত প্রিয় এবং ঐতিহ্যবাহী একটি পদ হল আলুর খোসা ভাজা। কুচানো আলুর খোসা সর্ষের তেল, কালো জিরে এবং কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কড়াইতে কড়া করে ভেজে নিতে পারেন। গরম ভাত আর ডালের সঙ্গে এই মুচমুচে ও ঝাঁঝালো পদটি জাস্ট জমে যাবে।

আইরিশ সংস্কৃতির ছোঁয়া পেতে ট্রাই করতে পারেন ঐতিহ্যবাহী প্যানকেক। বেঁচে যাওয়া আলুর খোসা কুচির সঙ্গে সামান্য ময়দা, মাখন এবং ঘোল মিশিয়ে একটি ঘন ব্যাটার তৈরি করতে হবে। এরপর তা তাওয়ায় সেঁকে নিয়ে টক ক্রিমের সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করলে দারুণ লাগবে।

বাজার থেকে কেনা চিপসের স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসেবে ঘরেই তৈরি করুন আলুর খোসার চিপস। খোসাগুলোর গায়ে সামান্য অলিভ অয়েল, রসুন গুঁড়ো, গোলমরিচ এবং লঙ্কা গুঁড়ো ভালো করে মাখিয়ে নিন। এরপর ওভেনে ২০০ ডিগ্রি তাপমাত্রায় মুচমুচে করে বেক করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে দুর্দান্ত বিকেলের স্ন্যাক্স।

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় বা খেলার মরশুমে বানিয়ে ফেলুন আলুর খোসার তৈরি সুস্বাদু নাচোস। বেক করা খোসাগুলোর ওপর রাজমা, প্রচুর পরিমাণে চিজ এবং কুচানো লঙ্কা সুন্দর করে সাজিয়ে দিন। চিজ গলে যাওয়া পর্যন্ত ওভেনে রেখে ওপর থেকে টক ক্রিম ছড়িয়ে পরিবেশন করুন। রোজকার একঘেয়ে স্যালাডে ক্রাঞ্চি ভাব আনতে ব্যবহার করতে পারেন এই উপাদান। সামান্য তেলে আলুর খোসাগুলো লালচে করে ভেজে নিয়ে কিচেন টিস্যুতে তেল ঝরিয়ে রাখুন। এরপর হাত দিয়ে সামান্য গুঁড়ো করে স্যালাডের ওপর ছড়িয়ে দিলে তার স্বাদ বহুগুণ বেড়ে যাবে।

সকালের জলখাবারে অপচয় রুখতে বানিয়ে ফেলুন চিজ ও পেঁয়াজ দিয়ে আলুর খোসার ফ্রিটাতা। প্যানে পেঁয়াজ ও আলুর খোসা নরম হওয়া পর্যন্ত নেড়ে নিয়ে তাতে ফেটানো ডিম ও চেডার চিজ ঢেলে দিন। হালকা আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করলে তৈরি হয়ে যাবে নরম ও সুস্বাদু এক ব্রেকফাস্ট।

ইতালিয়ান স্বাদের অনুরাগী হলে আলুর খোসা দিয়ে বানিয়ে ফেলুন এক্কেবারে অন্যরকম এক পেস্তো সস। প্রথমে খোসাগুলো সামান্য ভাপিয়ে নরম করে নিয়ে তুলসী পাতা, রসুন, পারমেসান চিজ, আখরোট ও অলিভ অয়েলের সঙ্গে ব্লেন্ড করুন। এই ঘন ও সুগন্ধী সসটি গরম পাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে খেলে মুখে লেগে থাকবে।

রান্নাঘরে জিরো ওয়েস্ট বা শূন্য অপচয় বজায় রাখার আরেকটি অনবদ্য উপায় হল আলুর খোসার তৈরি সুপ স্টক। ধুয়ে রাখা পরিষ্কার আলুর খোসা অন্যান্য আনাজের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে জলে ফুটিয়ে একটি পুষ্টিকর ব্রথ বানিয়ে নেওয়া যায়। এই তরলটি পরবর্তীতে যেকোনও সুপ বা তরকারির গ্রেভি তৈরিতে ব্যবহার করলে রান্নার স্বাদ এক ধাক্কায় অনেক বেড়ে যায়।

## ১০ মিনিটেই প্রেসার কুকারে বানানো যায় ঝরঝরে পোলাও

পোলাও বানানোর কথা ভাবলেই অনেকে ভয় পান, যদি চাল গলে কাদা হয়ে যায়। প্রেশার কুকারে পোলাও বানানো এখন আর কোনও ঝক্কির কাজ নয়। সঠিক পদ্ধতি জানা থাকলে মাত্র দশ মিনিটেই তৈরি হবে একদম ঝরঝরে এবং সুস্বাদু পোলাও।

পোলাও বানানোর কথা ভাবলেই অনেকে ভয় পান, যদি চাল গলে কাদা হয়ে যায়। তবে প্রেশার কুকার ব্যবহার করে মাত্র দশ মিনিটে একদম ঝরঝরে পোলাও বানানো সম্ভব। এর জন্য প্রথমে বাসমতী বা গোবিন্দভোগ চাল ভালো করে ধুয়ে অন্তত ১৫ মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। চাল ভিজে গেলে একটি ছাঁকনির সাহায্যে খুব ভালো করে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। খেয়াল রাখবেন চালে যেন একটুও জল অবশিষ্ট না থাকে, কারণ জল থাকলে পোলাও ঝরঝরে হতে চায় না। এরপর চালের সঙ্গে অল্প ঘি মাখিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিলে স্বাদ ও গন্ধ দুই-ই চমৎকার হয়। এবার গ্যাসে প্রেশার কুকার বসিয়ে পরিমাণমতো ঘি বা সাদা তেল গরম করে নিতে হবে। তেল গরম হলে তার মধ্যে গোটা গরম মশলা, তেজপাতা এবং কাজু-কিশমিশ দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করতে হবে। মশলার সুন্দর গন্ধ বেরোতে শুরু করলে জল ঝরিয়ে রাখা চাল কুকারে দিয়ে দিন। চালটি কুকারে দেওয়ার পর মাঝারি আঁচে অন্তত তিন থেকে চার মিনিট খুব সাবধানে ভাজতে হবে। চাল হালকা ভাজা হলে পোলাও অনেক বেশি ঝরঝরে হয় এবং রান্নার পর দানাগুলো একে অপরের সঙ্গে লেগে থাকে না। তবে খুব বেশি জোরে নাড়বেন না, তাহলে চাল ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। প্রেশার কুকারে পোলাও রান্নার ক্ষেত্রে জলের পরিমান হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি যে কাপ মেপে চাল নিয়েছেন, ঠিক সেই কাপের দেড় কাপ গরম জল কুকারে দিতে হবে। ঠান্ডা জল ব্যবহার করলে পোলাওর স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং চাল সেদ্ধ হতেও সময় বেশি লাগে।

গরম জল দেওয়ার পর পরিমাণমতো নুন, মিষ্টি এবং সামান্য গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দিন। চাইলে রান্নার এই পর্যায়ে এক চামচ গোলাপ জল বা কেওড়ার জল মেশাতে পারেন, এতে একেবারে অনুষ্ঠান বাড়ির মতো গন্ধ আসবে। সবকিছু একবার ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে কুকারের ঢাকনা আটকে দিন। কুকারের ঢাকনা বন্ধ করার পর গ্যাসের আঁচ বাড়িয়ে দিন এবং মাত্র একটি সিটি পড়ার অপেক্ষা করুন। প্রথম সিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই গ্যাসের আঁচ পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে। এরপর কুকারটিকে ওই অবস্থায় রেখে দিন, কোনও ভাবেই জোর করে ভেতরের বাষ্প বের করতে যাবেন না। কুকারের ভেতরের বাষ্প নিজে থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গেলে ঢাকনা খুলে ফেলুন। দেখবেন মাত্র দশ মিনিটেই তৈরি হয়ে গিয়েছে আপনার সাধের একদম ঝরঝরে সুস্বাদু পোলাও। এবার গরম গরম পরিবেশন করুন আপনার পছন্দের মাংস বা আলুর দমের সঙ্গে।

## গোল করে কাটা নাকি লম্বা? মাছের ঝোলে কেমন আলু দিলে স্বাদ বাড়বে

বাঙালি আর আলুএ এক চিরন্তন প্রেমের গল্প। বিরিয়ানি থেকে কষা মাংস, কিংবা রবিবারের পাতলা মাছের ঝোলআলু ছাড়া বাঙালির চলে না। কিন্তু কখনও খেয়াল করেছেন কি, একেক রান্নায় আলুর কাটা একেক রকম হয়? মাংসের আলু যেখানে গোলগাল আর ডুমো ডুমো, সেখানে মাছের ঝোলের আলু চেনা যায় তার নিজস্ব জ্যামিতিতে। বাঙালি আর আলুএ এক চিরন্তন প্রেমের গল্প। বিরিয়ানি থেকে কষা মাংস, কিংবা রবিবারের পাতলা মাছের ঝোলআলু ছাড়া বাঙালির চলে না। কিন্তু কখনও খেয়াল করেছেন কি, একেক রান্নায় আলুর কাটা একেক রকম হয়? মাংসের আলু যেখানে গোলগাল আর ডুমো ডুমো, সেখানে মাছের ঝোলের আলু চেনা যায় তার নিজস্ব জ্যামিতিতে। রান্নাঘরে অনেকেই এই প্রশ্ন অবহেলা করেন। কিন্তু রন্ধন বিশেষজ্ঞদের মতে, আলুর কাটিং কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, এর ওপর সরাসরি নির্ভর করে রান্নার স্বাদ এবং ঝোলের ঘনত্ব। তাহলে মাছের ঝোলে ঠিক কেমন আলু দিলে স্বাদ দ্বিগুণ হবে? গোল করে কাটা নাকি লম্বা? আসুন জেনে নেওয়া যাক। বাঙালির হেঁশেলে যুগ যুগ ধরে মাছের ঝোলে লম্বা লম্বা করে কাটা আলু দেওয়ার চল রয়েছে। বিশেষ করে রুই, কাতলা বা মৃগেলের মতো চেনা মাছের পাতলা ঝোল কিংবা জ্যান্ত মাছের ঝোলে আলু লম্বালম্বি করেই কাটা হয়। অন্যদিকে, গোল বা ডুমো করে কাটা আলু সাধারণত মাংসের ঝোল, ডিমের ডালনা কিংবা মাছের কালিয়া বা মাথা দিয়ে ছ্যাঁচড়ার মতো একটু ভারী বা রিচ গ্রেভিতে বেশি মানায়। মাছের ঝোলের ক্ষেত্রে আলুর আকৃতি লম্বা হওয়াই কেন বাঞ্ছনীয়, তার পেছনে রয়েছে খাঁটি বিজ্ঞান এবং রান্নার ব্যাকরণ। মাছের ঝোল সাধারণত পাতলা হয়। আলু যদি মাংসের মতো ডুমো বা গোল করে কাটা হয়, তবে তার কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত সেদ্ধ হতে বেশি সময় লাগবে। ততক্ষণে মাছ অতিরিক্ত সেদ্ধ হয়ে ভেঙে যেতে পারে। লম্বা করে কাটলে আলুর সব দিক সমানভাবে এবং দ্রুত সেদ্ধ হয়। লম্বা করে কাটা আলুতে ঝোলের মশলা, নুন এবং মাছের নিজস্ব রস আলুর ভেতরে খুব সহজে এবং সমভাবে ঢুকতে পারে। কামড় দিলেই বোঝা যায়, আলুটা ভেতর থেকে কতটা স্বাদ হয়েছে। লম্বা আলুর কোণগুলো রান্নার সময় সামান্য গলে ঝোলের সঙ্গে মিশে যায়। এটি কোনও কৃত্রিম স্টার্চ বা ময়দা ছাড়াই মাছের পাতলা ঝোলকে একটা পারফেক্ট টেক্সচার বা বাঁধন দেয়, যা গরম ভাতে মেখে খেতে অসাধারণ লাগে।

রান্নার স্বাদ আরও বাড়াতে আলু কাটার পর রান্নার আগে সামান্য নুন-হলুদ দিয়ে তেলের ওপর হালকা লালচে করে ভেজে তুলে রাখুন। তারপর মশলা কষিয়ে ঝোল ফুটে উঠলে সেই ভাজা আলু দিন। তাই পরের বার যখনই মাছের পাতলা ঝোল রাঁধবেন, আলুর বঁটি যেন লম্বালম্বিই চলে। আলুর এই সঠিক জ্যামিতিই কিন্তু আপনার দুপুরের পাতের তৃপ্তি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারে!

## মাটির পরিবর্তে প্লাস্টিকের ট্রে-তে তৈরি হচ্ছে ধানের চারা

উত্তরবঙ্গ পথ

দেখিয়েছিল। এবার পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও ধানের চারা তৈরির কারখানা গড়ল কৃষি দপ্তর। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে বিভিন্ন ব্লকে কারখানাগুলি তৈরি করা হয়েছে। প্লাস্টিক বা পলিথিনের ট্রে-তে বিশেষ পদ্ধতিতে এই চারা তৈরি করা হচ্ছে। যা যন্ত্রের সাহায্যে জমিতে রোপণ করা হয়। এর ফলে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রোজগারের দিশা পাচ্ছেন। পাশাপাশি, কৃষকদের চাষের খরচও অনেকটাই কমে যাচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, ট্রে-তে এইভাবে চারা তৈরিতে জলের প্রয়োজন হয় খুব কম। বর্তমানে জল সংকটের সময় কম জলে চারা তৈরি বা জলের অপচয় রুখতে এই পদ্ধতির কোনও বিকল্প নেই।

'আত্মা' প্রকল্পে জেলার প্রতিটি ব্লকে ধানের চারা কারখানা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রজেক্ট জানান, বিভিন্ন ব্লকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল। প্রতি ব্লকেই অন্তত ২০টি করে প্রদর্শন ক্ষেত্র গড়ার লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যে বিভিন্ন ব্লকের স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের বাছাই করে নরেন্দ্রপুরে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ট্রে-তে ধানের চারা তৈরিতে পথিকৃৎ বলা হয়ে থাকে উত্তরবঙ্গের সতীশ সাতমাইল ক্লাবকে। নরেন্দ্রপুরে সেখান থেকে লোকজন এসে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। আবদুস সামাদ বলেন, 'স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে ধানের চারা তৈরির কারখানা তৈরি জেলায় প্রথম করা হয়েছে। এই কারখানার সঙ্গে ফার্ম মেকানাইজেশন বা ভরতুকি যন্ত্র কিনে চাষাবাদের প্রকল্পকেও সংযুক্ত করা হয়েছে।' আত্মা প্রকল্পের জেলার প্রজেক্ট ডিরেক্টর জানান, ট্রে-তে ধানের চারা তৈরি করে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা রোজগারের দিশা পাচ্ছেন। তাদের তৈরি চারা কৃষকরা সরাসরি কিনে নিতে পারবেন। তাতে কৃষকরা অনেকটাই লাভবান হবেন। বীজতলা তৈরি করে ধানের চারা তৈরি করতে যা খরচ হবে ট্রে-তে তৈরি চারা কিনলে খরচ অর্ধেকেরও কম হবে। আবার স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও বাড়তি রোজগার করতে পারবেন। এই চারা রোপণে কৃষি যন্ত্রের (প্যাডি ট্রান্সপ্ল্যান্টেশন) ব্যবহার করা হবে। তাতেও কৃষকদের খরচ কম হবে। ফলে চাষের খরচ কমিয়ে একজন কৃষক বাড়তি লাভের সুযোগ পাবেন।

ধানের চারা তৈরির কারখানাতে গোষ্ঠীর মহিলাদের আত্মা প্রকল্পের মাধ্যমে ট্রে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ট্রে-তে বা পলিথিনের শিটে এক ইঞ্চি মাপের মাটি ও গোবর সারের মিশ্রণ দিতে হবে। মাটি ও গোবর সারের পরিমাণ থাকবে যথাক্রমে ৮০ শতাংশ ও ২০ শতাংশ। চারা ২০ থেকে ২৫ দিনের হয়ে গেলেই তা রোপণ করা যাবে। এই পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে খুব কম পরিমাণ জল লাগে। জলের অপচয়ও খুব কম হয়। স্প্রে করেও ট্রে-তে তৈরি ধানের চারায় জল দেওয়া যায়। বর্তমান সময়ে জলের তীব্র সংকটের মাঝে এই পদ্ধতিতে চারা তৈরিতে উপকৃত হবেন কৃষকরা।

# প্রধান চালিকাশক্তি ঃ মোদি

● প্রথম পাতার পর

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এ বছরের নীতিআয়োগ গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘বিকশিত ভারত ৺২০৪৭-এর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়ন’। এই বৈঠকে বয়স, অঞ্চল, লিঙ্গ বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার রূপরেখা নিয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে উদ্যোক্তা তৈরির পরিবেশ উন্নত করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এছাড়া সুশাসন, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই), তথ্যভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন অংশীদারিত্বকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের একটি সুসংহত রূপরেখা তৈরির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল মূল্যায়নের জন্য একটি নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার প্রস্তাবও আলোচনায় উঠে আসে।

প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে রাজ্যগুলির উন্নয়ন ভাবনাকে সমন্বিত করতে হবে, যাতে সমতা ও টেকসই প্রবৃদ্ধির ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী ও বিকশিত ভারত গড়ে তোলা যায়।

এদিকে, ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘বিকশিত ভারত’-এর লক্ষ্য পূরণে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে বৃহস্পতিবার মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

নীতিআয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের ১১তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার (কো-অপারেটিভ ফেডারেলিজম) চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ভারতের উন্নয়নযাত্রাকে আরও গতিশীল করতে একসঙ্গে কাজ করছি। বিকশিত ভারতের যে অভিন্ন স্বপ্ন আমরা দেখছি, তা বাস্তবায়নে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সম্মিলিত উদ্যোগই হবে প্রধান চালিকাশক্তি।’’

সরকারি বিবৃতি অনুযায়ী, এ বছরের বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল ‘বিকশিত ভারত ৺২০৪৭-এর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়ন’। বয়স, অঞ্চল, লিঙ্গ বা আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণ ও উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের রূপরেখা এবং তা কীভাবে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কাছে বাস্তব ও পরিমাপযোগ্য সুফল হিসেবে পৌঁছে দেওয়া যায়, তা নিয়ে আলোচনা হয়।নীতিআয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লেফটেন্যান্ট গভর্নর এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পদাধিকারবলে সদস্য হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।আলোচনার কেন্দ্রে ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়ন কাঠামোর চারটি মূল স্তম্ভমানবসম্পদের মৌলিক ভিত্তি গঠন ও ভবিষ্যৎ উপযোগী দক্ষতা বিকাশ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, উদ্যোগপতি সৃষ্টি ও বিকেন্দ্রীভূত প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সামগ্রিক সুস্থতা, সকলের জন্য সমতা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণ।

এছাড়াও উদ্যোক্তা তৈরির পরিবেশ উন্নত করা, দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে এমন একটি বাস্তবায়ন রূপরেখা তৈরির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে সুশাসন, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (ডিপিআই), বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়, অংশীদারিত্ব এবং তথ্যভিত্তিক ব্যবস্থার সদ্ব্যবহার করা হবে। একই সঙ্গে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল পর্যবেক্ষণের জন্য একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে জবাবদিহি ও কার্যকর ফল নিশ্চিত করা যায়।

নীতিআয়োগের বৈঠকে রাজ্যগুলির নিজস্ব উন্নয়ন-ভাবনাকে জাতীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার বিষয়েও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যাতে সমতাভিত্তিক ও টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ ও সমন্বিত পন্থা গড়ে ওঠে।এছাড়া ২০২৫ সালের ২৬ থেকে ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত পঞ্চমজাতীয় মুখ্যসচিব সম্মেলনের সুপারিশগুলিও বৈঠকে আলোচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে। সম্মেলনে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সুপারিশ করা হয়েছিল প্রারম্ভিক শৈশব শিক্ষা: মজবুত ভিত্তি গঠন, স্কুল শিক্ষা: ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর নির্মাণ, দক্ষতা উন্নয়ন: ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত কর্মশক্তি তৈরি, উচ্চশিক্ষা: জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গঠন, খেলাধুলা ও সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম: শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিকাশ।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিকশিত ভারতের লক্ষ্য অর্জনে মানবসম্পদ উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

## বৈঠক নিষ্ফলা

● প্রথম পাতার পর

জরুরি পরিষেবার গাড়িগুলিকে অবাধ যাতায়াতের সুযোগ দেওয়া হবে। সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণকারী বৈরীদের দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি গোষ্ঠী সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ইতিবাচক মনোভাব দেখালেও অপর গোষ্ঠী শুধুমাত্র আশ্বাসে সন্তুষ্ট নয় এবং কর্মসূচি প্রত্যাহারে অনড় অবস্থানে রয়েছে। ফলে ১২ জুনের প্রস্তাবিত পথ অবরোধ কর্মসূচি ঘিরে প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

## চিকিৎসাধীন

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসার জন্য তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে তিনি জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় বন্যপ্রাণীর আনাগোনা বৃদ্ধির বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

# বিলোনীয়া মহকুমা ভিত্তিক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১জুন: ’এ বিশ্বকে এ-শিশুর বাসযোগ্য করে যাবো আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। অবশেষে সব কাজ সেরে আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে করে যাবো আশীর্বাদ, তারপর হব ইতিহাস’ বিলোনীয়া মহকুমা ভিত্তিক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে বুধবার পালিত হলো বৃক্ষরোপন উৎসব। একটি গাছ - একটি প্রাণ, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। ’

বিলোনীয়া পাইখলা দ্বাদশ বিদ্যালয়ে হয় বৃক্ষ রোপন উৎসব। কাঁঠাল, পেয়ারা, আমলকি, গাবসহ নানা ফলের চারা গাছ লাগানো হয় স্কুলে। বৃক্ষ রোপন উৎসব সূচনাতে স্কুলের হল ঘরে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নারায়ন দত্ত, অয়োজক কমিটির চেয়ারম্যান প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক রতন কুমার ভৌমিক, আয়োজক কমিটির সদস্য অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক দেবী প্রসাদ রুদ্রপাল, দিলীপ কুমার দেবনাথ, সুখরঞ্জন বণিক, আয়োজক কমিটির কোষাধ্যক্ষ শ্রীবাস ভৌমিক, সম্মানিত সদস্য বিকাশ পাল, মধুসুধন দত্ত, গৌতম সেন স্কুলের অনান্য শিক্ষক অশিক্ষক কর্মী, ছাত্র - ছাত্রী প্রমুখ জনেরা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত জানিয়ে আলোচনা করেন অবস প্রাপ্ত শিক্ষক দেবী প্রসাদ রুদ্রপাল, কবির জন্মশতবর্ষ ও পরিবেশ বিষয়ে আলোচনা করেন উদযান কমিটির চেয়ারম্যান রতন কুমার ভৌমিক, অবসপ্রাপ্ত শিক্ষক সুখরঞ্জন বণিক।অনুষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে হয় কবি সুকান্ত ও বৃক্ষ রোপনের উপর তাৎক্ষনিক ক্যুইজ প্রতিযোগীতা। ক্যুইজ প্রতিযোগীতা ছাত্র - ছাত্রীদের মধ্যে দারুন সাড়া দেখা যায়। বিজয়ীদের হাতে পুরুস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথি বৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাইখলা দ্বাদশ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নারয়ণ দত্ত।হলঘরে অনুষ্ঠান শেষে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত বৃক্ষ রোপন করা হয় স্কুলে।উপস্থিত অতিথি, স্কুলের শিক্ষক - শিক্ষিকা, ছাত্র - ছাত্রীরা উৎসাহের সাথে নতুন গাছের চারা রোপন করে বৃক্ষ রোপন উৎসব পালন করে।

## বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করা উচিত ছিল বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে বক্তব্য রাখলেও নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো গুরুতর বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো মন্তব্য করেননি।

রাকেশ দাস দাবি করেন, নিট পরীক্ষাকে ঘিরে বৃহৎ মাত্রার অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে, যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যুব সমাজের স্বার্থে কেন্দ্র সরকারের এ বিষয়ে জবাবদিহি করা প্রয়োজন বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি জানান, আগামী ১৫ জুন যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচির মাধ্যমে নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি জানানো হবে।

## নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

তাঁকে প্রায়ই অতিরিক্ত সময় কাজ করতে বাধ্য করা হতো এবং বিভিন্ন ধরনের মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হতো।

মনীষার মা অভিযোগ করেন, তাঁর মেয়ের ডিউটির সময় সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত হলেও প্রায়শই তাকে রাতে কলেজে থাকতে বাধ্য করা হতো। পরিবারের দাবি, মৃত্যুর ঘটনাটি গভীরভাবে তদন্ত করে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করা হোক।

এদিকে, ঘটনার তদন্তে নেমে আমতলী থানার পুলিশ মনীষার প্রেমিক আমবাসার এক যুবককে কলেজের সামনে থেকে রাতেই গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে আজ সন্ধ্যায় মনীষার বাড়িতে যান রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্না দেববর্মার নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দল। তাঁরা মৃতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিভিন্ন অভিযোগ শোনেন।

পরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন জানান, প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলেই মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেন, বিভিন্ন কারণে মনীষা মানসিক চাপে ভুগছিলেন বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। মনীষার রাতে কলেজে ডিউটি না থাকলেও সেখানে রাতে থাকার জন্যে তাকে বাধ্য করা হতো বলে দাবি পরিবারের। এছাড়াও একটি ছেলের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল তার। সেই সম্পর্কেও ঝামেলা চলছিল, ফলে মানসিকভাবে ভেঙে গিয়েই এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহন করেছে বলে ধারণা প্রকাশ করেন তিনি। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পুলিশি তদন্ত এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, পুলিশ প্রশাসনের ওপর তাঁদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে এবং তদন্তে যদি কারও দায়িত্ব বা সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়, তাহলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।বর্তমানে পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে তদন্তকারী সূত্রে জানা গেছে। মনীষা দাসের অকাল মৃত্যুতে পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকাবাসীর মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

## বসতবাড়ি

● প্রথম পাতার পর

অনুমান করা হচ্ছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

## তেহরানের

● প্রথম পাতার পর

জর্ডনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখছে এবং দেশের আকাশসীমা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে। এদিকে ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী রক্ষী বাহিনী (আইআরজিসি) দাবি করেছে, মার্কিন হামলার জবাবে তারা জর্ডনে অবস্থিত মার্কিন আল-আজরাক সামরিক ঘাঁটিতে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে।সংঘাত আরও বিস্তৃত আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহল পরিস্থিতির উপর গভীর নজর রাখছে এবং দ্রুত কূটনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছে।

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-05/EE/RD/TLM-DIV/2026-27, dt.09.06.2026.**

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid System in Tripura PWD Form No. 7 from the eligible bidders up to 3.00 P.M on 17/06/2026 for 05(five) Nos. Internal Electrification works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**Sd/Illegible**
**Executive Engineer**
**R.D. Teliamura Division**
**Teliamura, Khowai Tripura**

**ICA/C-768/26**

**NOTIFICATION FOR NEC MERIT SCHOLARSHIP ACADEMIC YEAR 2026-27.**

Online applications are invited for stipend under the scheme of "Financial support to the students of NER for higher professional courses" (NEC Merit Scholarship) from the eligible Diploma/Degree/P.G/M.Phil&Ph.D students (fresh and renewal) during the academic year 2026-27.

The students should mandatorily apply through online in the National within Scholarship portal URL **(http://scholarships.gov.in 31/10/2026** positively. After online submission of the application, Print out hard copy of the application along with relevant documents is to be submitted to the respective Institution/University for online verification by the head of Institution/University within **15/11/2026** positively.

For more detail guideline students are adviced to visit NSP i.e (http://scholarships.gov.in under NEC (DONER).

**(R. Bhattacharjee**
**Director (i/c)**
**Higher Education, Tripura.**

**ICA/D-327/26**

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-12/EE/RD/KGT/DIV/TEN/ 2026-27 Dated 09/06/2026(2nd Call)**

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites percentage rate e-tender on double bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 16/06/2026 for 01 (one) number work. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e-mail- een1kgt@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**Executive Engineer**
**RD Kumarghat Division**
**Kumarghat, Unakoti, District**

**ICA/C-778/26**

**বিজ্ঞপ্তি**

এতদ্বারা রাজস্ব মামলা নং ০২/REV/২০২২, শ্রী নিস্পতি দেববর্মা (১ম পক্ষ) বনাম শ্রী খনরঞ্জন দেববর্মা ও শ্রীমতি সুকুতি দেববর্মা (২য় পক্ষ), ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন, ১৯৬০-এর ধারা ১৪ অনুযায়ী রুজুকৃত, খতিয়ান নং- ৬২৪ এর অন্তর্গত হাল দাগ নং- ৬১/২৬২৭,, মৌজা- লাম্বুচড়া, মানিকভাণ্ডার তহশিল-এর ভূমি বন্দোবস্ত বাতিলকরণ সংক্রান্ত মামলাটি অধস্তন স্বাক্ষরকারীর নিকট বিচারাধীন রয়েছে এবং যেহেতু উক্ত মামলার ২য় পক্ষ, যথা (i) শ্রী খনরঞ্জন দেববর্মা, পিতা- উপেন্দ্র দেববর্মা এবং (ii) শ্রীমতি সুকুতি দেববর্মা, স্বামী- শ্রী মনরঞ্জন দেববর্মা-এর নিকট বারংবার নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও নোটিশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি এবং তারা তাদের পরিচিত ঠিকানায় (গ্রাম- দূর্গা চৌমুহনী ব্লকের অন্তর্গত পশ্চিম লাম্বুছড়া) অনুপস্থিত রয়েছেন;

অতএব, উক্ত ২য় পক্ষগণ অথবা ২য় পক্ষের যে কোনো বৈধ উত্তরাধিকারীগণকে এই মর্মে অবহিত ও অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, উপরোক্ত মামলার বিষয়ে তাদের বক্তব্য, আপত্তি অথবা দাবি (যদি থাকে) দাখিলের জন্য এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহকুমা শাসক, কমলপুর-এর কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা জবাব প্রাপ্ত না হলে, প্রচলিত আইন ও বিধি অনুসারে মামলাটি একতরফাভাবে (Ex-Parte) নিষ্পত্তি করা হবে।

**(স্বাক্ষরিত/-)**
**মহকুমা শাসক**
**কমলপুর মহকুমা**
**ধলাই জেলা, ত্রিপুরা**

**ICA/D-328/26**

**PNIT NO: e-PT-VIII/EE/RD/ABS/2026-27 DATED-09/06/2026**

On behalf of the 'Governor of Tripura' the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 03:00 PM on 16/06/2026 for 06(Six) nos. of Construction work at different site under RD Ambassa Division, Dhalai District during the F.Y. 2026-27 For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622(during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

**[Er. U. Debbarma]**
**Executive Engineer**
**R.D. Ambassa Division**

**ICA/C-762/26**

## দুর্নীতিই অস্ত্র

● প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক সংঘাতের আবহে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে ভেনুগোপাল বলেন, ‘‘মধ্যপ্রদেশ এবং ঝাড়খণ্ডে যা ঘটেছে, তা গণতন্ত্রের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়। মীনাক্ষী নটরাজনের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা নেই, এফআইআর নেই, চার্জশিট নেই। তবুও আদালতের একটি নোটিশের উল্লেখ না থাকার অজুহাতে তাঁর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে।’’তিনি আরও অভিযোগ করেন যে ঝাড়খণ্ডে বিজেপি-সমর্থিত এক কর্পোরেট প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা হয়েছে।কেন্দ্রের বিদেশনীতি নিয়েও সরব হন কংগ্রেস নেতা। তিনি বলেন, ‘‘উপসাগরীয় অঞ্চলের সংঘাত চলতেই থাকবে বলে মনে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান কী? তিন জন ভারতীয় নিহত হয়েছেন। তারপরও আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্কের অবস্থান অস্পষ্ট।’’ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ‘‘আমরা দেখছি ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ দেখানো হচ্ছে, যা ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।’’

## মিড-ডে-মিল

● প্রথম পাতার পর

পর রান্নার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাঠের চুলা প্রস্তুত করার উদ্যোগ দেখা যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

## কৈলাসহরে আতঙ্ক

● প্রথম পাতার পর

ধরে অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে, এই ঘটনার পর বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের একা বেরোনোর ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকি শহরের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় জনগণ। এখন দেখার শহরের প্রাণকেন্দ্রে এধরনের ছিনতাইয়ের ঘটনায় পুলিশ ছিনতাইবাজদের আটক করতে পারেন কিনা।

## এলাকাবাসীর

● প্রথম পাতার পর

গুণগত মান যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

**P'NIeT No.: 47/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated: 03/06/2026**

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:-

| | |
|---|---|
| DNIT No : | 31/EE/DNIET/MECH.DIVN/AGT/2026-27 |
| Name of Work : | Providing, installation and commissioning of Air Conditioning Machine in the office building of the Directorate of Medical Education, Tripura, (Dr. P.B.Das Memorial Building) ,Bidur Karta Chowmuhani, Agartala. |
| Estimated Cost : | Rs.18,02,325.00 |
| Time of Completion : | 60 Days |
| Bid Fee : | Rs.1,000.00 |
| Earnest Money : | Rs.36,047.00 |
| Last date and time of Submission of Bid : | 17/06/2026 |

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

**Executive Engineer**
**Mechanical Division**
**Tripura**

**ICA/C-771/26**

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, near Vidya Samiksha Kendra, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sectorundertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD on 10/06/2026.

**TENDER**

| Sl No. | Name of the Work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion | Last date and time for document downloading and bidding | Time and date of Opening of IBid | Document downloading and biding at Application | Class of Bidder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd call for Repair of Toilets at Bholanath Karbari Para SB and EkJatan Kumar HS School under Karbook Block of Gomati Tripura District for the year 2025-26. PNIET No: 34/EE/ENGG.CELE/DSE/2026-27. DNIET No: 05/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. | Rs. 6,00,000.00 | Rs. 12,000.00 | 30 Days | 17/06/2026 Upto 17.30 Hrs | 18/06/2026 on 11.00 Hrs | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |
| 2 | Construction of 01 one no CWSN Toilet at Veer Bandhu Eng Med High School, Bishalgarh Block of Sepahijala for the year 2024-25. PNIET No: 35/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. DNIeT No:24/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. | Rs. 310000.00 | Rs. 6200.00 | 60 Days | 17/06/2026 Upto 17.30 Hrs | 18/06/2026 on 11.00 Hrs | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |
| 3 | Construction of 01 one no CWSN Toilet at Fakiramura JB School, Charilam Block of Sepahijala for the year 2024-25. PNIET No: 36/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. DNIeT No:25/EE/ENGG.CELL/DSE/2026-27. | Rs. 310000.00 | Rs. 6200.00 | 60 Days | 17/06/2026 Upto 17.30 Hrs | 18/06/2026 on 11.00 Hrs | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned above.

No.F.17 (13-226 / SE/ENGG/2026-27/ 271-73 Dated, Agartala the 10/06/2026

**(Er. Dhirendra Debbarma)**
**Executive Engineer,**
**Engineering Cell,**
**Directorate of Secondary Education,**
**Old Shishu Bihar Complex**

**ICA/C-755/26**

# নতুন জেলা সভাপতিকে সংবর্ধনা, সংগঠন মজবুত করাই লক্ষ্য বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১১ জুন: দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক উত্থান-পতন, সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং একাধিক নির্বাচনী ব্যর্থতার পর আবারও রাজ্যের রাজনৈতিক ময়দানে নিজেদের শক্ত অবস্থান ফিরে পাওয়ার লক্ষ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সংগঠনকে তৃণমূল স্তর থেকে পুনর্গঠন এবং আগামী দিনে বিজেপির বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই দলটি নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেছে।

সম্প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন সৃজন অভিযানে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, এআইসিসি-এর সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী এবং প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর উপস্থিতিতে বিভিন্ন সাংগঠনিক পদে নির্বাচন সম্পন্ন হয়। সেই প্রক্রিয়ায় বিশালগড়ের কংগ্রেস নেতৃত্ব গোপীনাথ সাহা জেলা সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।বুধবার গোপীনাথ সাহাকে জেলা সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বিশালগড়ে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতা জয়দেব রায়বর্মন-সহ দলের একাধিক শীর্ষ ও স্থানীয় নেতৃত্ব। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, কংগ্রেস শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দল নয়, দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সাংবিধানিক আদর্শের অন্যতম ধারক ও বাহক। বর্তমান সময়ে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, তা আগামী দিনে কংগ্রেসের পক্ষে জনসমর্থন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে বলে তাঁদের বিশ্বাস।

নেতৃত্বের বক্তব্য অনুযায়ী, বর্তমানে কংগ্রেসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বুথ স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা। দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া কর্মীদের পুনরায় সক্রিয় করা, নতুন প্রজন্মকে দলের সঙ্গে যুক্ত করা এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সরাসরি আন্দোলনের মাধ্যমে জনসংযোগ বাড়ানো হচ্ছে দলের অগ্রাধিকার।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, রাজ্যে বর্তমানে বিজেপি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হলেও বিরোধী রাজনীতির পরিসরে একটি কার্যকর বিকল্প শক্তির অভাব রয়েছে। সেই শূন্যস্থান পূরণের লক্ষ্যে কংগ্রেস সাংগঠনিক পুনর্গঠনের ওপর জোর দিচ্ছে। নতুন নেতৃত্বকে সামনে এনে দলীয় কর্মীদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা তৈরি করারও চেষ্টা চলছে।সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তারা অভিযোগ করেন, বর্তমান শাসকদলের বিভিন্ন নীতি ও সিদ্ধান্তের ফলে সাধারণ মানুষের একাংশ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের অভাব, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের আর্থিক সংকটসহ বিভিন্ন ইস্যুতে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে বলে তাঁদের দাবি। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের আস্থা অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করবে কংগ্রেস।

নবনির্বাচিত জেলা সভাপতি গোপীনাথ সাহা তাঁর বক্তব্যে বলেন, দলের প্রত্যেক কর্মীকে সঙ্গে নিয়ে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। তিনি জানান, গ্রাম থেকে শহর প্রতিটি এলাকায় দলকে সক্রিয় করে তোলা হবে এবং মানুষের দৈনন্দিন সমস্যাগুলিকে রাজনৈতিকভাবে তুলে ধরা হবে।

তিনি আরও বলেন, কংগ্রেসের ঐতিহ্য, আদর্শ এবং জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে আগামী দিনে নতুনভাবে পথচলা শুরু হবে। কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দল আবারও শক্তিশালী অবস্থানে ফিরে আসতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, নতুন জেলা সভাপতির নেতৃত্বে সংগঠনকে চাঙ্গা করার এই উদ্যোগ কংগ্রেসের জন্য ইতিবাচক বার্তা বহন করছে। তবে শুধুমাত্র সাংগঠনিক পরিবর্তন নয়, জনমুখী কর্মসূচি, ধারাবাহিক আন্দোলন এবং মানুষের আস্থা অর্জনের মাধ্যমেই আগামী দিনে কংগ্রেস প্রকৃত অর্থে বিজেপির বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।সব মিলিয়ে, গোপীনাথ সাহাকে সংবর্ধনা দেওয়ার এই অনুষ্ঠান শুধু একজন নেতাকে বরণ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং এটি কংগ্রেসের নতুন করে ঘুরে দাঁড়ানোর সংকল্প, সংগঠনকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক লড়াইয়ের প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করেছে।

# জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে কৃষ্ণপুর এলাকার উন্নয়ন বিষয়ে পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন: জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে আজ তেলিয়ামুড়া ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে কৃষ্ণপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন বিষয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পর্যালোচনা সভায় খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায় (দত্ত), সহসভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দীপা দেব, ভাইস চেয়ারম্যান নির্মল সূত্রধর, তেলিয়ামুড়া ব্লক উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান ভানলাল রাঙ্খল, খোয়াই জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক অপূর্ব কৃষ্ণ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও বিপ্লব আচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হলো বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের সুফল সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কৃষ্ণপুর এলাকায় চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে শেষ করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সভায় বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ নিজ নিজ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় পানীয়জলের সুযোগ নিশ্চিত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা, সেচের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

# শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স উদযাপন করলো শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবের মেগা ড্র পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান উ




আগরতলা, ১১ জুন: নববর্ষের শুরুতেই ১২ এপ্রিল থেকে ২৫ এপ্রিল পর্যন্ত শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স তাদের সব শাখা শোরুম গুলোতে আয়োজন করেছিল শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসব। সেই সময় প্রত্যেক কেনাকাটায় ছিল নানা উপহার, মজুরিতে বিশেষ ছাড় ও লাকি ড্র এর সুযোগ।

গত ২৮ মে, ২০২৬ অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসবে দেওয়া কুপন গুলোর মধ্যে থেকে লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে ৪ জন ভাগ্যবান বিজয়ীদের বাছা হয়েছিল। আজ সেই ৪-জন ভাগ্যবান বিজয়ীদের এক অনুষ্ঠানে মেগা ড্র পুরস্কার হিসেবে ১টি হীরের নেকলেস ও ৩টি হীরের নেকচেইন তুলে দেওয়া হয়। যা সত্যিই অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবের এক শুভ সমাপ্তি বলা যায়।

এই বছর, ভাগ্যবান বিজয়ীরা হলেন-ধীমান মগ (কুপনী ঙ১৫২৮) বকুল রানি সাহা (কুপনী ঙ১১৫২) সীমা রক্ষিত (কুপনী ঞ৩৮৯৪) দেবব্রত বৈদ্য (কুপনী ঙ১৮০৯)

পুরস্কার হিসেবে লাকি ড্র তে জেতা হীরের গয়নাগুলি তাদের কাছে বিশেষ আনন্দ আর একরাশ খুশি বয়ে নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকের কথাতে তাদের আনন্দ ও শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের উন্নত পরিসেবা ও চমকে ভরা আয়োজনের কথা বার বার উঠে এসেছে।

শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্সের ডিরেক্টর রূপক সাহা সকল ভাগ্যবান বিজয়ীদের শুভেচ্ছা জানান এবং অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবে পাশে থাকার জন্য সমস্ত রাজ্যবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানান জ্জ তিনি আরও বলেন, "ভাগ্যবান বিজয়ীদের হাতে হীরের গয়না গুলি তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। একইসঙ্গে বিজয়ীদের আরো সৌভাগ্য কামনা করছি। ত্রিপুরা এবং কলকাতা জুড়ে এই প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক-বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাতে আমরা এই উদ্যোগ নিয়েছি। কারণ, গ্রাহক বন্ধুরা যেভাবে এই উৎসবের এই বিশেষ আয়োজনে সাড়া দিয়েছেন, অংশ নিয়েছেন তা এক কথায় অভূতপূর্ব। একইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের তরফে আমরা ফের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনে ভালো পরিষেবা, গুণগতমান আর ন্যায্য মূল্য হিসেবে গ্রাহক বন্ধুদের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য আমরা সবসময় তাঁদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবো।"

এক আনন্দ ঘন পরিবেশে ভবিষ্যতের আরও উন্নত পরিসেবা দেবার আশ্বাস এর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## কৈলাসহরে ১৫ দিনব্যাপী গ্রীষ্মকালীন নাট্য কর্মশালার সমাপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ জুন: নাটক মানুষের সুপ্ত বিবেককে জাগ্রত করে এবং সমাজকে ইতিবাচক দিশা দেখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবেই নির্ঘোষ নিক্কণ নাট্য সংস্থার উদ্যোগে কৈলাসহরের দুটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভগিনী নিবেদিতা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং বিদ্যানগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ১৫ দিনব্যাপী গ্রীষ্মকালীন নাট্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

গত ২১ মে শুরু হওয়া এই কর্মশালা ৪ জুন পর্যন্ত চলেছে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের নাট্যচর্চার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অভিনয়, সংলাপ উপস্থাপন, শরীরচর্চা, মঞ্চব্যবহার এবং নাট্যকলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে প্রশিক্ষকরা হাতে-কলমে শিক্ষা দেন।

সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমান প্রজন্মকে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা এবং নাট্যচর্চার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, নির্ঘোষ নিক্কণ নাট্য সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহরের নাট্যাঙ্গনে ব্যতিক্রমী নাট্য প্রযোজনা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশেষ করে যুব প্রজন্মকে নাট্যমুখী করে তোলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসারে সংস্থার অবদান উল্লেখযোগ্য বলে সাংস্কৃতিক মহলের অভিমত। সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মশালা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছেও ব্যাপক সাড়া ফেলেছে বলে জানা গেছে।

## ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাট্য প্রতিযোগিতার সূচনা, অংশ নিচ্ছে ১৩টি বিদ্যালয় ও নাট্যদল

আগরতলা, ১১ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক দু'দিনব্যাপী ভীষ্মদেব স্মৃতি শিশু নাট্য প্রতিযোগিতা বুধবার আগরতলার মুক্তধারা প্রেক্ষাগৃহে শুরু হয়েছে। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় জেলার ১৩টি বিদ্যালয় ও নাট্যদল অংশগ্রহণ করছে।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল। তিনি বলেন, সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের মনন ও মানবিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটানো অত্যন্ত জরুরি। আগামী প্রজন্মকে আদর্শ সমাজ গঠনের উপযোগী করে তুলতে সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত রাখা প্রয়োজন। নেশা, কুসংস্কার ও বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুরনিগমের উপ-মেয়র মনিকা দাস দত্ত, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হারাধন দত্ত এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অরূপ দত্ত এবং সমাজসেবী অসীম ভট্টাচার্য।

আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, এবারের প্রতিযোগিতায় মঞ্চস্থ হওয়া নাটকগুলির মূল বিষয়ের মধ্যে রয়েছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জল সংরক্ষণ, বিশ্ব উষ্ণায়ন, পরিবেশ সচেতনতা এবং বিভিন্ন সামাজিক বার্তাধর্মী বিষয়।

উল্লেখ্য, ভীষ্মদেব দীর্ঘদিন ত্রিপুরার বাংলা নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং শিশু-কিশোর নাট্য আন্দোলনের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর প্রতিবছর এই শিশু নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে আসছে।

প্রতিযোগিতার সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয় ও নাট্যদলগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ পরিচালনা, শ্রেষ্ঠ অভিনয়সহ বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

## মাটিবাহী ট্রাকের দৌরাত্ম্যে বেহাল বৃদ্ধিনগর—আর কে নগর সড়ক, দ্রুত মেরামতের দাবিতে সোচ্চার স্থানীয়রা

আগরতলা, ১১ জুন: মাটিবাহী ট্রাকের লাগামহীন যাতায়াতের কারণে বেহাল দশায় পরিণত হয়েছে বৃদ্ধিনগর থেকে কালিনগর হয়ে আর কে নগরগামী গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভেঙে চৌচির হয়ে থাকলেও মেরামতের কোনও উদ্যোগ না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

অভিযোগ, এলাকায় চলাচলকারী মাটিবাহী ট্রাকগুলো অতিরিক্ত পরিমাণ মাটি বহন করে উচ্চ গতিতে যাতায়াত করায় রাস্তার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ফলে বহু জায়গায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে।

বিশেষ করে বর্ষাকালে বৃষ্টির কারণে রাস্তার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কাদাজল ও গর্তে ভরা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, স্কুল-কলেজ পড়ুয়া, রোগী এবং যানবাহন চালকেরা। যেকোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এলাকাবাসীরা অবিলম্বে রাস্তার সংস্কার ও মেরামতের দাবি জানান। পাশাপাশি, মাটিবাহী ট্রাকগুলোর গতি নিয়ন্ত্রণ, অতিরিক্ত মাটি বহন বন্ধ এবং ট্রাক চলাচলের ক্ষেত্রে প্রশাসনের কড়া নজরদারির দাবিও তোলেন তারা।

স্থানীয়দের বক্তব্য, দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা। এখন দেখার, জনদুর্ভোগ লাঘবে প্রশাসন কত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

## গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের শৌচাগার ও স্নানাগারের বেহাল দশা, চরম দুর্ভোগে রোগী ও পরিজনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১১ জুন: ধলাই জেলার গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালের শৌচাগার, প্রস্রাবাগার ও স্নানাগারের বেহাল অবস্থাকে কেন্দ্র করে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় চরম অব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার অভিযোগ তুলেছেন রোগী, অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতালটি এলাকার মানুষের প্রধান স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র। ৫০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালে প্রতিনিয়ত বহু রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। তাঁদের সঙ্গে থাকা অভিভাবকদেরও হাসপাতাল চত্বরে অবস্থান করতে হয়। কিন্তু হাসপাতালের শৌচাগার, প্রস্রাবাগার ও স্নানাগারের বর্তমান অবস্থা এতটাই শোচনীয় যে সেগুলি ব্যবহার করতে চরম সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে রোগী ও পরিজনদের।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে শৌচাগার ও স্নানাগারগুলির যথাযথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা করা হচ্ছে না। ফলে সেখানে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে এবং ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। রোগীদের দাবি, বিষয়টি একাধিকবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

বিশেষ করে মহিলা রোগী ও তাঁদের পরিজনরা সবচেয়ে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন বলে অভিযোগ। শৌচাগার ব্যবহার করা কঠিন হয়ে পড়ায় অনেক সময় বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা, যা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যগত দিক থেকে উদ্বেগজনক।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের দায়িত্ব পালনে গাফিলতির কারণেই পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। একইসঙ্গে হাসপাতালের সামগ্রিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও ঘাটতি রয়েছে বলে দাবি তাঁদের।

উল্লেখ্য, স্থানীয়দের অভিযোগ অনুযায়ী, গন্ডাছড়া মহকুমা হাসপাতাল দীর্ঘদিন ধরেই চিকিৎসক সংকট, ওষুধের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। এরই মধ্যে হাসপাতালের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ায় রোগী ও তাঁদের পরিবারের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।

এমতাবস্থায় হাসপাতালের শৌচাগার, প্রস্রাবাগার ও স্নানাগারগুলির দ্রুত সংস্কার, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা এবং হাসপাতালের সার্বিক স্বাস্থ্যকর পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন মহকুমাবাসী। পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি ও স্বাস্থ্য দপ্তরের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়মিত পরিদর্শনেরও দাবি উঠেছে।

## রামদুর্লভপুরে ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের একাদশ মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১১ জুন: শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য ও সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার অঙ্গীকার নিয়ে সিআইটিইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কমলপুর মহকুমার একাদশতম মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে ফুলছড়ি অঞ্চলের রামদুর্লভপুর চা বাগানের বিষ্ণুপুর গ্রামে চা শ্রমিক নেতা অর্জুন দেববর্মার বাসভবনে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনের সূচনায় সিআইটিইউ-র রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি ও প্রাক্তন বিধায়ক অমিতাভ দত্ত সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করা হয়। শহীদ স্মরণে প্রস্তাব পাঠ করেন বিপুল দত্ত।

প্রয়াত চা শ্রমিক নেতা মাখন তংলা ও আবু কলের নামে নামাঙ্কিত মঞ্চে প্রতিনিধি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। হরিমাধব শর্মা ও সুচিত্রা কন্দ সভাপতিমণ্ডলীর দায়িত্ব পালন করেন। অধিবেশনের শুরুতে শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন প্রকাশ কেয়ট।সম্মেলনের উদ্বোধনী বক্তব্যে অমিতাভ দত্ত বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে চা শ্রমিকসহ শ্রমজীবী মানুষের নানা সমস্যা ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। তিনি শ্রমিকদের সংগঠনের সঙ্গে আরও নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান।সম্মেলনে খসড়া প্রতিবেদন পেশ করেন অর্জুন দেববর্মা। প্রতিবেদনের ওপর ছয়জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক পরেশ বাইক, মাখন পাল, দেবাশিস দাস, ব্রজেন্দ্র দাস এবং কৃষক নেতা সুবীর দেব।বক্তারা বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিকদের কর্মসংস্থান, মজুরি, সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে সংগঠিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। বিশেষভাবে রামদুর্লভপুর, মহাবীর, দারাং, মায়াংটুকু ও আইচুক চা বাগানের শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসে।সম্মেলনের শেষ পর্বে ১৯ সদস্যবিশিষ্ট মহকুমা কমিটি এবং ৭ সদস্যের সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে পরেশ কন্দ এবং সম্পাদক হিসেবে অর্জুন দেববর্মা নির্বাচিত হন।

## আয়ুষ মন্ত্রকের উদ্যোগে অনলাইন যোগা সেশনে অংশ নেওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন: আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের অঙ্গ হিসেবে আয়ুষ মন্ত্রক হাবিল্ড হেলথটেক প্রাইভেট লিমিটেডের সহযোগিতায় গ্রিনিস ওয়ার্ল রেকর্ড অ্যাটেম্পট আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের এই বছরের মূল ভাবনা হলো যোগা ফর হেলথি এইজিং। এই আয়োজনের মাধ্যমে একই সঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে অনলাইন যোগা সেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং গ্রিনিস ওয়ার্ল রেকর্ড গড়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই অনলাইন যোগা সেশনটি আয়ুষ মন্ত্রকের ইউটিউব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ১৪ জুন সকাল ৬টা ১৫ মিনিট থেকে ৭টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত সম্প্রচার করা হবে। অনলাইন যোগা সেশনে যোগ দেওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীকে টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-৩১৫-৭০০৮ এই নম্বরে মিসডকল দিতে হবে। অথবা কিউ.আর. কোড স্ক্যান করেও নিবন্ধন করা যাবে। নিবন্ধনের পর অংশগ্রহণকারীর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে একটি ম্যাসেজ পাঠানো হবে যেখানে অফিসিয়াল সেশনে যোগদানের লিংক থাকবে। রাজ্য আয়ুষ মিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে অবশ্যই নিজের ব্যক্তিগত মোবাইল / ট্যাব কম্পিউটার ব্যবহার করে পৃথকভাবে লগ ইন করতে হবে। সেশনে যুক্ত প্রতিটি নিবন্ধিত ডিভাইস গ্রিনিস ওয়ার্ল রেকর্ড প্রচেষ্টার জন্য গণ্য করা হবে। আয়ুষ মন্ত্রকের এই আয়োজনে যোগ দেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

## বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষ, আহত দুই

● আটের পাতার পর

শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। আহতদের মধ্যে মোটরসাইকেল চালক দেবদারু এলাকার বাসিন্দা অনুপম দেবনাথ (২৩) এবং সাইকেল আরোহী পশ্চিম জোলাইবাড়ীর বাসিন্দা রতন দত্ত (৭৫) বলে জানা গেছে।

এদিকে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে জোলাইবাড়ী ফাঁড়ি থানার পুলিশ।

## আমবাসার ওষুধের দোকানে ড্রাগ

● আটের পাতার পর

প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনো ধরনের ওষুধ ক্রয় বা সেবন করা উচিত নয়। নিজের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে অবশ্যই নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ গ্রহণ করতে হবে।"

স্বাস্থ্য পরিষেবার মান বজায় রাখা এবং ওষুধ বিক্রিতে অনিয়ম রোধে ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। এই অভিযানকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার সচেতন নাগরিকরা।

## পশ্চিম লুধুয়া টিএফডিপিসি রাবার বাগানে শ্রমিকদের বিক্ষোভ, কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন: পশ্চিম লুধুয়া টিএফডিপিসি রাবার বাগানের অফিসার ইনচার্জ ফটিক জমাতিয়ার বদলির সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন শ্রমিকরা। বদলির আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বাগান চত্বরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন শ্রমিকরা। পাশাপাশি দাবি পূরণ না হলে আগামী ১২ জুন থেকে কর্মবিরতিরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বাগানের শ্রমিকরা দফায় দফায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, মাত্র নয় মাস আগে অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ফটিক জমাতিয়া। দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি বাগানের সার্বিক উন্নয়ন, শ্রমিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান এবং প্রশাসনিক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছেন।

শ্রমিকদের দাবি, ফটিক জমাতিয়ার নেতৃত্বে বাগানের কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা এসেছে। তাঁর উদ্যোগে শ্রমিকদের নানা সমস্যার সমাধান হওয়ায় কর্মপরিবেশেরও উন্নতি হয়েছে। তাই হঠাৎ করে তাঁকে বদলির সিদ্ধান্তে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রমিকরা জানান, বর্তমানে পশ্চিম লুধুয়া টিএফডিপিসি রাবার বাগানের উপর প্রায় ১৬০টি পরিবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। তাদের আশঙ্কা, নতুন কর্মকর্তা দায়িত্ব গ্রহণ করলে চলমান উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে এবং শ্রমিকদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রমিকরা ফটিক জমাতিয়ার বদলির আদেশে পুনর্বিবেচনা করে তা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথায় আগামী ১২ জুন থেকে কর্মবিরতি কর্মসূচি শুরু করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা।

## উদয়পুরে শুরু ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক সংঘের ১৪তম রাজ্য সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ জুন: সিআইটিইউ অনুমোদিত ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক সংঘের ১৪তম রাজ্য সম্মেলন বৃহস্পতিবার উদয়পুরে শুরু হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার রক্ষা এবং শ্রমিক সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে উদয়পুরের সিপিআই(এম) বিভাগীয় হলঘরে এই দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের সূচনা হয়। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন এবং শহীদদের স্মৃতির প্রতি মাল্যদান করা হয়। এরপর সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সিআইটিইউ-র রাজ্য সভাপতি মানিক দে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমানে রাজ্যের বিড়ি শ্রমিকরা চরম সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। কাজের অভাব, আয়হীনতা এবং নানাবিধ সমস্যার কারণে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যরা দুর্বিষহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন, গত কয়েক বছরে বিড়ি শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটেছে। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিড়ি শ্রমিক সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদক দেবাশিস রায়, সিআইটিইউ-র রাজ্য সম্পাদক সমর চক্রবর্তী, শ্রমজীবী মহিলা সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা পাঞ্চালি ভট্টাচার্যী এবং ত্রিপুরা বিড়ি শ্রমিক সংঘের রাজ্য সম্পাদক মনমোহন দাস। বক্তারা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া, কর্মসংস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২২০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। সম্মেলন উপলক্ষে জামতলা এলাকা সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া প্রয়াত শ্রমিক নেতা মাধব সাহা, নিত্যানন্দ দেবনাথ, নিলু মজুমদার এবং বাচ্চু সাহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে সম্মেলন মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে।

আগামী দিনগুলিতে বিড়ি শ্রমিকদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষায় আন্দোলনের রূপরেখা নির্ধারণে এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আশা প্রকাশ করেছেন।

## খোয়াই শহরকে আবর্জনামুক্ত রাখতে মাঠে মহকুমা শাসক, আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন: খোয়াই শহর ও শহরতলী এলাকাকে আবর্জনামুক্ত রাখার লক্ষ্যে সরাসরি মাঠে নেমে পরিস্থিতি পরিদর্শন করলেন খোয়াই মহকুমা শাসক। বৃহস্পতিবার খোয়াই পুর পরিষদ পরিচালিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে তিনি যত্রতত্র আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানের বার্তা দেন।

পরিদর্শন শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহকুমা শাসক জানান, শহরের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু কিছু মানুষ এখনও নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া বিভিন্ন এলাকায় আবর্জনা ফেলছেন, যার ফলে পরিবেশ দূষণ এবং জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

তিনি বলেন, খোয়াই শহরকে পরিচ্ছন্ন ও বাসযোগ্য রাখতে হলে প্রশাসনের পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকদেরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধুমাত্র প্রশাসনের পক্ষে একার প্রচেষ্টায় শহরকে আবর্জনামুক্ত রাখা সম্ভব নয়। এজন্য সকলের সম্মিলিত উদ্যোগ এবং সচেতনতা অত্যন্ত জরুরি। মহকুমা শাসক আরও জানান, যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে ইতিমধ্যে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। পাশাপাশি আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও তিনি স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেন। তিনি শহরবাসীর প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য কোথাও আবর্জনা না ফেলে প্রশাসনের উদ্যোগকে সফল করতে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি। প্রশাসনের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সচেতন মহলের একাংশ।

## অনুপ্রবেশ ও মানব পাচারের অভিযোগে

● আটের পাতার পর

পকিয়া গ্রামে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগ, অভিযুক্ত দীপন দাস ওই ব্যক্তিকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এনে ভিন্ন পরিচয়ে দীর্ঘদিন নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। পাশাপাশি ভারতীয় পরিচয়পত্রসহ বিভিন্ন সরকারি নথি তৈরিতেও সহায়তা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

গ্রামবাসীদের দাবি, এটি বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। দীর্ঘদিন ধরেই মানব পাচার এবং বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভুয়ো ভারতীয় নথিপত্র তৈরির কাজে একটি চক্র সক্রিয় ছিল এবং দীপন দাস তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, দীপন দাস একসময় জেলা আদালতে মুহুরীর কাজ করতেন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একাধিক বাংলাদেশি নাগরিকের জন্য ভুয়ো নথিপত্র তৈরির ব্যবস্থা করতেন। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রতিটি নথিপত্র তৈরির বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ আদায় করা হতো এবং সেই অর্থ পরবর্তীতে অসমের শ্রীভূমি জেলার রামকৃষ্ণনগর এলাকায় ভারতীয় মুদ্রায় রূপান্তর করা হতো।

এলাকাবাসীর একাংশের দাবি, একসময় আর্থিকভাবে দুর্বল অবস্থায় থাকা দীপন দাস অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন, যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় নানা প্রশ্ন ও জল্পনা ছিল।

বুধবার রাতে লক্ষীনগর গ্রামের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে অভিযুক্তের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানান। তাঁদের বক্তব্য, চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের উপর আস্থা থাকলেও দ্রুত ও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে বৃহত্তর গণআন্দোলনের পথে যেতে বাধ্য হবেন।

তবে এই অভিযোগগুলির বিষয়ে অভিযুক্ত দীপন দাসের বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পাশাপাশি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযোগগুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

# অঙ্গন

## সি-ডিভিশন লীগ ফুটবলে সবুজের জয় রুখে দিল সাই

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। সারাক্ষণ প্রাধান্য নিয়ে খেলেও, বেশ কয়েকটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করে শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়লো সবুজ সংঘ। সাই স্যাগের বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থার আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার সবুজ সংঘ যদি ৪-১ গোলে জয় পেতো তাহলে অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। দলের হয়ে অতুলজয় রিয়াং এবং বসন্ত ডার্লং এমন কয়েকটি সহজ সুযোগ হাতছাড়া করেছেন যা ক্ষমার অযোগ্য। বিপক্ষের গোলরক্ষককে একা পেয়েও বল জালে ঠেলতে ব্যর্থ হয়েছেন সবুজ সংঘের ওই দুই ফুটবলার। নতুবা অনায়াসে তিন পয়েন্ট নিয়ে মার ছাড়তে পারতো রাজীব দেববর্মার দল সবুজ সংঘ। বিরক্তিকর ম্যাচে এদিন মিসপাশে ভরা ছিল খেলায়। কোনো দলই উইং গুলিকে তেমনভাবে ব্যবহার করতে পারেননি। ফলে আক্রমণে সেই তেজী ভাব লক্ষ্য করা যায়নি। ম্যাচ শুরু ৩৫ মিনিটের মাথায় সন্দীপ দেববর্মা গোল করে এগিয়ে দেন সাইকে। গোল হজম করতে সমতা ফেরানোর লক্ষ্যে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেন সবুজ সংঘের ফুটবলাররা। ক্রমাগত আক্রমণে সাঁই এর রক্ষণভাগের চিড় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রথমার্ধের সমতা ফেরাতে ব্যর্থ হয়েছে সবুজ সংঘ। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই রাফেল ডার্লং গোল করে সমতা ফেরান। গোল পেতে দ্বিগুণ উৎসাহে আক্রমণের গতি আরো বাড়িয়ে দেন সবুজ সংঘের ফুটবলাররা। আর তাতে তৈরি হয় বেশ কয়েকটি সহজ গোলের সুযোগ। কিন্তু দলের আক্রমণভাগের ফুটবলারদের চূড়ান্ত ব্যর্থতায় জাল নাড়াতে সক্ষম হননি। শেষ পর্যন্ত ম্যাচটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। রেফারি পল্লব চক্রবর্তী ম্যাচ কে নিয়ন্ত্রণে রাখতে দু-দলের পাঁচজন ফুটবলারকে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন।

## কোচদের দক্ষতা বাড়াতে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের বিশেষ কর্মশালা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। ত্রিপুরার ক্রীড়া ক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং কোচদের আধুনিক ক্রীড়াশৈলীর সাথে পরিচিত করতে এক বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের নির্দেশনায় আজ, আগরতলার খেজুরবাগান স্থিত শহীদ ভগত সিং যুব আবাসে শুরু হয়েছে এক 'রিফ্রেশার কোর্স কাম ওয়ার্কশপ'। বিভিন্ন ক্রীড়া শাখার সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত দিক এবং নিয়মকানুনের পরিবর্তন সম্পর্কে কোচদের অবগত করাই এই সভার মূল লক্ষ্য।এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন 'মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প' -এর অধীনে থাকা জুনিয়র ও অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচেরা। পাশাপাশি 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্পের পিসিএ কোচদেরও এই বিশেষ প্রশিক্ষণে শামিল করা হয়েছে। ক্রীড়া দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আধুনিক সময়ে বিভিন্ন খেলার কৌশল ও চাহিদা দ্রুত পাল্টাচ্ছে। গ্রামীণ ও মহকুমা স্তর থেকে প্রতিভবান খেলোয়াড়দের তুলে আনতে হলে কোচদেরও নিজেদের আপডেটেড রাখা জরুরি। আর সেই উদ্দেশ্যেই এই কর্মশালার আয়োজন।রাজ্যের সমস্ত জেলা ও মহকুমা স্তরের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া আধিকারিকদের নিজ নিজ এলাকার কোচদের এই কর্মসূচিতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই মোতাবেক গত বুধবার বিকেলের মধ্যেই কোচেরা অনুষ্ঠানস্থলে এসে রিপোর্ট করেন। দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিক পাইমং মগ জানিয়েছেন, এই ওয়ার্কশপ থেকে অর্জিত জ্ঞান কোচেরা মাঠস্তরে প্রয়োগ করবেন, যা আগামী দিনে ত্রিপুরার ক্রীড়াবিদদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে সফল হতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে। অনুষ্ঠানে ড় সুবীর দেবনাথ এবং ক্রীড়া অধিকর্তা এল ডার্লং উপস্থিত ছিলেন।

## অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনালে সদরের 'এ' ও 'বি' মুখোমুখি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।। সদরেরই দু-টি দল ''এ'' ও ''বি'' ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ধর্মনগরকে নক আউট করে সদর এ দল ফাইনালে পৌঁছেছে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রোমাঞ্চকর ভাবে তিন রানে হেরে বিদায় ধর্মনগরের। টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেটের সেমিফাইনাল ম্যাচে সদর এ দল ৩ রানের ব্যবধানে ধর্মনগর দলকে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র ছিনিয়ে নিয়েছে। আগরতলার অনতি দূরে রানিরবাজার গ্রাউন্ডে সকাল নয়টায় ম্যাচ শুরুতে ধর্মনগর দল প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩০ ওভার এক বল খেলে খেলে ৭০ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে বিহান দাস সর্বাধিক ১৮ রান পায়, ২৩ বল খেলে ১টি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে। সদর এর অভিজ্ঞান দে ১৫ রানে এবং শ্রেয়াঙ্ক দাস একুশ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে সদর এ দল ব্যাট করতে নেমে ১১ ওভার ২ গোল খেলে চার উইকেট হারিয়ে ৩৩ রান সংগ্রহ করতেই বৃষ্টিতে ম্যাচ থেমে যায়। পরবর্তী সময়ের ডি এল এস মেথডে সদর এ-র সামনে টার্গেট হয় ১৭ ওভারে ৩১ রানের। এ অবস্থায় সদর এ দল তিন রানের ব্যবধানে জয়ী হয় এবং ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পায়। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে অভিজ্ঞান দে পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব। বুধবার সেমিফাইনাল ম্যাচে সদর বি দল ৩৪ রানের ব্যবধানে উদয়পুর কে পরাজিত করে ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

## শিশু বিহার স্কুলকে হারিয়ে প্রথম জয় শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের, সায়ন্তন দুর্দান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন।।সায়ন্তন করের ঝড়ো ব্যাটিং। তাতেই প্রথম জয় পেলো শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। ছয় উইকেটে পরাজিত করলো শিশু বিহার স্কুলকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর আন্ত স্কুল ক্রিকেটে। বৃহস্পতিবার নীপকো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শিশু বিহার স্কুলের বোলারদের কার্যত শাসন করে ত্রিপুরা জুনিয়র দলের উদীয়মান ব্যাটসম্যান সায়ন্তন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শিশু বিহার স্কুল নির্ধারিত কুড়ি ওভারে চার উইকেট হারিয়ে ১৪৪ রান করে। দলের পক্ষে ময়ূখ চৌধুরী ২৮ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪১, অনিক চৌধুরী ৩৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৯ এবং উদয়ন পাল ৩০ বল খেলে একটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৭ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৪ রান। জবাবে খেলতে নেমে শুরু থেকেই ২২ গজে ব্যাটিং তাণ্ডব শুরু করে সায়ন্তন। সায়ন্তনের মারমুখি ব্যাটিংয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে শিশু বিহার স্কুলের বোলাররা। শেষ পর্যন্ত ৩০ বল বাকি থাকতেই চার উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুল। দলের পক্ষে সায়ন্তন কর ৪৩ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি সাহায্যে ৭৯, শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ১৮ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ এবং আরিশ মজুমদার ১২ বল খেলে তিনটি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ১৭ রান।

## ভারতরত্ন দুর্দান্ত : দুই গোলে এগিয়ে থেকেও জয় অধরা পান্তৌয় স্পোর্টিংয়ের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুই গোলে এগিয়ে থেকেও শেষ রক্ষা হলো না পান্থই স্পোর্টিং সোসাইটির। খেসারত দিতে হলো আত্মতুষ্টির। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগ করে মাঠ ছাড়তে হলো। ভারত রত্ন সংঘের বিরুদ্ধে। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত লংতরাই তৃতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বৃহস্পতিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচটি। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই পর্যাপ্ত প্রাধান্য নিয়ে খেলতে থাকেন পান্থাই দলের ফুটবলাররা। বল দখলের লড়াইয়েও ছিল এগিয়ে।ম্যাচের ২৬ মিনিটে শুভম রুপিনীর গোলে এগিয়ে যায় পান্থাই স্পোর্টিং সোসাইটি। ৫২ মিনিটে সদাগর দেববর্মা গোল করে ব্যবধান বাড়ান। দুই গোলে এগিয়ে যেতেই আত্মতুষ্টিতে ভুগতে থাকেন পান্থই দলের ফুটবলাররা। এটিই " কাল " হয় দলের। এই সুযোগের পুরু ফায়দা তুলেন ভারত রত্ন সংঘের ফুটবলাররা। ম্যাচের ৬৪ মিনিটে এডিসন দেববর্মা এবং ৭৫ মিনিটে পরিতোষ দেববর্মা গোল করে সমতা ফেরান। শেষ পর্যন্ত ২-২ গোলে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয় ম্যাচটি। খেলা পরিচালনা করেন আদিত্য দেববর্মা।

## রোনাল্ডোর বিকল্প নেই! ফুটবল খেলার ধরনটাই বদলে দিয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো, বিশ্বকাপের আগে মুখ খুললেন পর্তুগালের কোচ

বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারদের তালিকায় ধরা হয় তাঁকে। বিশ্বফুটবলে একের পর এক রেকর্ড গড়লেও বিশ্বকাপ অধরাই থেকে গিয়েছে পর্তুগালের তারকার। এ বার নিজের ষষ্ঠ বিশ্বকাপে খেলতে নামবেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। প্রথম বার বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া তিনি। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগে রোনাল্ডোর প্রশংসায় পর্তুগালের কোচ রবার্তো মার্তিনেজ।

বিশ্বকাপের আগে এক সাক্ষাৎকারে মার্তিনেজ জানিয়েছেন, রোনাল্ডো পর্তুগালের হয়ে খেলা শুরু করার পর সে দেশের ফুটবল বদলে গিয়েছে। মার্তিনেজ বলেন, "মনে রাখুন, পর্তুগাল টানা নবম বিশ্বকাপে খেলতে নামছে। রোনাল্ডো দেশের হয়ে খেলা শুরুর পর ছবিটা বদলে গিয়েছে। ও পর্তুগালকে অনেক সাফল্য দিয়েছে।"

মার্তিনেজের মতে, ফুটবল খেলার ধরনটাই বদলে দিয়েছেন রোনাল্ডো। তিনি বলেন, "ও ফুটবল খেলার ধরন বদলে দিয়েছে। ওর ফিটনেস তরুণ ফুটবলারদের কাছে শিক্ষনীয়। ২২ বছর ধরে পর্তুগালের হয়ে খেলছে। ২২৭টা ম্যাচ খেলেছে। আর কেউ এটা করতে পারেনি। কত গোল করেছে বলুন তো। ওর থেকে বড় তারকা কে আছে?"

বয়স বাড়লেও রোনাল্ডো যে এখনও বাকিদের কাছে আতঙ্ক তা মনে করিয়ে দিয়েছেন মার্তিনেজ। তাঁর মতে, এখনও একাই খেলার ছবি বদলে দিতে পারেন তিনি। পর্তুগালের কোচ বলেন, "রোনাল্ডো যে কোনও সময়ে খেলা বদলে দিতে পারে। যে কোনও জায়গা, যে কোনও পরিস্থিতি থেকে গোল করতে পারে। পাশাপাশি রক্ষণেও সাহায্য করে। ও থাকলে আমাদের শক্তি অনেকটা বেড়ে যায়।"

পর্তুগালের আগের কোচ ফের্নান্দো স্যান্টসের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছিল রোনাল্ডোর। তাঁকে বেঞ্চে বসিয়ে রেখেছিলেন স্যান্টস। কিন্তু মার্তিনেজ কোচ হওয়ার পর রোনাল্ডোকে রেখে দল সাজান। এই দলে রোনাল্ডোর যে কোনও বিকল্প হয় না, তা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন পর্তুগালের কোচ। মার্তিনেজ বলেন, "এখনও ওর গোলের খিদে দেখলে মনে হয়, ১৮ বছরের কেউ খেলছে। ওর বিকল্প নেই। ও মাঠে থাকলে আমাদের কম ভাবতে হয়। গোল করার পথ ও ঠিক খুঁজে নেয়। এক জন ফুটবলারকে দিয়ে রোনাল্ডোর অভাব সামলানো কঠিন। আমরা ভাগ্যবান আমাদের দলে রোনাল্ডো রয়েছে।"

এ বারের বিশ্বকাপে ১৭ জুন কঙ্গোর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে পর্তুগাল। ২৩ জুন উজবেকিস্তান ও ২৮ জুন কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গ্রুপের বাকি দুই ম্যাচ খেলবেন রোনাল্ডোরা।

বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী কারাগার। আমেরিকার কানসাস সিটিতে বিপুল ব্যায়ে নতুন কারাগার তৈরি করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। গত ১ জুন নতুন কারাগার উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল। কর্মী সঙ্কটের জন্য নির্মাণ কাজে দেরি হওয়ায় স্থানীয় আয়োজকেরা। ফুটবল বিশ্বকাপের সময় বিশৃঙ্খলা সামাল দেওয়ার জন্য ১০০ শয্যার অস্থায়ী কারাগার তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় প্রশাসন। এর জন্য খরচ ধরা হয় ২ কোটি ৬০ লাখ ডলার বা প্রায় ২৪৫ কোটি টাকা। ২০০৯ সাল থেকে কানসাস সিটিতে কোনও কারাগার নেই। সেখানকার পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করলে প্রাথমিক ভাবে থানায় রাখা হয়। প্রয়োজনে বন্দিদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় পার্শবর্তী জনসন কাউন্টি বা ভেরনন কাউন্টির কারাগারে। দু'টিই প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে।

বিশ্বকাপের সময় বিদেশি ফুটবলপ্রেমীদের বিশৃঙ্খলা সামাল দিতে এবং পার্শবর্তী কাউন্টিগুলির কারাগারের উপর চাপ কমাতে ফ্রন্ট স্ট্রিটে অস্থায়ী কারাগার তৈরির সিদ্ধান্ত নেয় স্থানীয় প্রশাসন। কিন্তু বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণের কারণে কারাগারের জন্য পর্যাপ্ত কর্মী পাওয়া যায়নি। ফলে নির্ধারিত সময়ে শেষ করা যায়নি কাজ।

আগামী ১৬ জুন কানসাস সিটিতে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ। আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হবে আলজেরিয়া। সেই ম্যাচের আগে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে। তা-ও আদৌ বিশ্বকাপের মধ্যে কাজ শেষ হওয়ার নিশ্চয়তা নেই।যে সব দেশের ফুটবলপ্রেমীদের নিয়ে বিশ্বকাপ আয়োজকেরা উদ্বেগে থাকেন, সেগুলির অন্যতম আর্জেন্টিনা। কানসাস সিটি প্রশাসনের বেশি চিন্তা ইংল্যান্ডের সমর্থকদের নিয়ে। কারণ ম্যাচের ফলাফল বিপক্ষে গেলে অশান্তি সৃষ্টির একাধিক নজির রয়েছে তাঁদের। তেমন ঘটনা কড়া হাতে দমন করতে চায় আমেরিকার প্রশাসন। প্রয়োজনে উগ্র সমর্থকদের গোটা বিশ্বকাপের সময় কারাগারে বন্দি রাখা হবে। বিশ্বকাপের পরও কারাগারটি থাকবে। তবে ছোট আকারে। উল্লেখ্য, আর্জেন্টিনা এবং ইংল্যান্ড দু'দলই আপাতত রয়েছে কানসাস সিটিতে।

## টানা ৯ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপে, নক আউটে প্রতিপক্ষ ফ্রান্স-নেদারল্যান্ডস-স্পেন! এক ঝলকে জার্মানি

মিউনিখ: চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানি। ১৯৫৪, ১৯৭৪, ১৯৯০ ও ২০১৪। এবারও হুলিয়ান নাগেলসম্যানের প্রশিক্ষণাধীন দলকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ তুঙ্গে। তবে ২০১৮ ও ২০২২ - পরপর দুই বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নেওয়া জার্মানি কি প্রত্যাশা পূরণ করতে পারবে এবার?

তবে ২০২৩ সালে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ইউরো কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল ও নেশনস লিগের সেমিফাইনালে জার্মানিকে তুলেছেন নাগেলসম্যান। যা উন্নতির ছবি।

শক্তি

উইর্ৎজ-মুসিয়ালা - মাঝমাঠের আগ্রাসী এই কম্বিনেশন জার্মানির আক্রমণভাগের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে। বিশ্বের যে কোনও দলের রক্ষণকে চুরমার করে দিতে পারে।

গত বছরের ৪ সেপ্টেম্বর স্লোভাকিয়ার কাছে পরাজয়ের পর থেকে টানা ৯ ম্যাচ জিতে বিশ্বকাপে নামছে জার্মানি। শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটিতে কোনও গোল হজম করেনি।

অভিজ্ঞ কিমিচের নেতৃত্ব। ১০৮ ম্যাচ খেলেছেন। সেট পিসে দক্ষ কিমিচ। রাইট ব্যাক কিমিচ নাগেলসম্যানের দলের রক্ষণের স্তম্ভ।

৪-২-৩-১ ছকে ভারসাম্য অনেক বেশি। গোল করার প্রচুর লোক।

বাছাই তালিকায় ওপরের দিকে থাকায় গ্রুপ ই থেকে পরের পর্বে সহজ প্রতিপক্ষের সঙ্গে ম্যাচ পড়তে পারে। তবে শেষ ষোলোয় ফ্রান্স ও কোয়ার্টার ফাইালে নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ম্যাচ পড়তে পারে।

দুর্বলতা

২০২৫ সালের জুলাই মাসে পা ভেঙেছিল মুসিয়ালার। জার্মান কোচ নাগেলসম্যান নিজেই বলছেন যে, ৯৫ শতাংশ ফিট জার্মানির মেসি।

৪০ বছরের ম্যানুয়েল ন্যয়ারকে ফেরানো হয়েছে। তবে চোট রয়েছে অভিজ্ঞ গোলকিপারের। প্রস্তুতি ম্যাচে খেলতে পারেননি।

সার্জ নাব্রি ও কার্লের চোটের জন্য রাইট উইং দুর্বল। লেরয় সানে হয়তো খেলবেন।

শেষ ষোলোয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ম্যাচের সম্ভাবনা রয়েছে। সেই ম্যাচে হারলেই টুর্নামেন্ট শেষ জার্মানির।

জার্মানির বিশ্বকাপের দল

গোলকিপার

অলিভার বাউমান, ম্যানুয়েল নয়্যার, আলেকজান্দার নুবেল

ডিফেন্ডার

ওয়াল্দারমার অ্যান্টন, নাথানিয়েল ব্রাউন, জোশুয়া কিমিচ, ডেভিড রাউম, অ্যান্তোনিও রুদিগার, নিকো স্কটারবেক, জোনাথন তাহ, ম্যালিক থিয়াও

মিডফিল্ডার

নাদিয়েম আমিরি, লিওন গোরেৎজকা, পাস্কাল গ্রস, জেমি লিয়েলিং, জামাল মুসিয়ালা, ফেলিক্স এনমেচা, আসান ওয়েদ্রাওগো, আলেকজান্ডার পাভলোভিচ, লেরয় সানে, অ্যাঙ্গেলো স্টিলার ও ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ

স্ট্রাইকার

ম্যাক্সিমিলিয়ান বেয়ার, কাই হাভার্ৎজ, ডেনিজ উনদাভ, নিক ওল্টামেড

কীভাবে খেলতে পারে ফাইনালে

গ্রুপ ই-তে জার্মানির সঙ্গে রয়েছে কুরাসাও, কোস্তা রিকা ও ইকুয়েডর। সহজ গ্রুপ। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলে রাউন্ড অফ থার্টি টু-তে সামনে থাকতে পারে প্যারাগুয়ে। তবে সেই ম্যাচে জিতলে শেষ ষোলোয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে খেলতে হতে পারে জার্মানিকে। জিতলে কোয়ার্টার ফাইনালে সম্ভাব্য প্রতি পক্ষ নেদারল্যান্ডস। সেমিফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে ম্যাচ পড়তে পারে। তারপর ফাইনাল।সেরা অস্ত্রফ্লোরিয়ান উইর্ৎজ - বয়স মাত্র ২৩। জার্মানির জার্সিতে ৪১ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন।জামাল মুসিয়ালা - জার্মানির মেসি। ২৩ বছরের তরুণ চোটের জন্য দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে ছিলেন। ফিরে এসে গোল করছেন। ৯৫ শতাংশ ফিট মুসিয়ালাও বিপক্ষের আতঙ্ক হয়ে উঠতে পারেন, বলছেন নাগেলসম্যান।

## আজব সাফাই ফিফা প্রেসিডেন্টের

প্রতীক্ষার অবসান। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শুরু হচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। প্রথম ম্যাচে অন্যতম আয়োজক মেক্সিকো মুখোমুখি হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার। এবারের বিশ্বকাপ বিভিন্ন কারণে অভিনব। সবচেয়ে বড় অভিনবত্ব যেটা, সেটা হল এবারের বিশ্বকাপ ৪৮ দেশের। এই প্রথমবার ৩ দেশে বিশ্বকাপ আয়োজিত হচ্ছে, ম্যাচের সংখ্যা, আয়োজক শহরের সংখ্যা সবেতেই রেকর্ড গড়েছে বিশ্বকাপ। তবে সেসব ছাপিয়ে যাচ্ছে নিত্যদিনের বিতর্কও। কখনও আমেরিকা-ইরান টানাপোড়েন, কখনও রেফারিকে ঢুকতে না দেওয়া, কখনও ফুটবলারদের সঙ্গে জঙ্গির মতো আচরণ। এমন সব কার্যকলাপ যা হয়তো বিশ্বকাপের মঞ্চে অনভিপ্রেত। যদিও ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনো বিশ্বকাপ শুরুর ঠিক আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে সেসব বিতর্ক স্রেফ ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিলেন। বিশ্বকাপ শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাভাবিকভাবেই নানাবিধ বিতর্ক নিয়ে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ ফিফা সভাপতি। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ইরান এবং আমেরিকার টানাপোড়েন নিয়ে। ইরানকে ভিসা দেওয়া নিয়ে ঢিলেমি নিয়ে। তবে সেসব নিয়ে কোনও আক্ষেপ বা অনুশোচনার বালাই নেই জিয়ানি ইনফান্তিনোর। বরং ইরান যে খেলতে পারছে, সেটাকেই বড় ব্যাপার হিসাবে দেখছেন তিনি, এবং সেটার কৃতিত্বও দাবি করছেন। ফিফা সভাপতির বক্তব্য, "জানি না আমি ছাড়া আর কেউ থাকলে ইরানের খেলাটা নিশ্চিত করতে পারত কিনা।"

আমেরিকায় ইরান সমর্থকদের টিকিট দেওয়া হয়নি। স্রেফ সোমালিয়ার বাসিন্দা হওয়া আফ্রিকার সেরা রেফারিকে বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলানো থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। আমেরিকায় ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁকে। এমনকী একাধিক দেশের ফুটবলারদের সঙ্গে জঙ্গির মতো আচরণ করা হয়েছে। তাতে ফিফা সভাপতির সাফাই, "সবটা আমাদের হাতে থাকে না। তাই কিছু কিছু জিনিস থেকে নিজেদের দূরে রাখাই ভালো।" ইনফান্তিনো সব বিতর্ক ভুলে সকলকে বিশ্বকাপ উপভোগ করার পরামর্শ দিচ্ছেন। অথচ বিশ্বকাপে চড়া টিকিটের দামের জন্য বহু সমর্থক টিকিট কিনতে পারেননি। তাতেও আজব সাফাই দিয়েছেন ইনফান্তিনো। তাঁর দাবি, "কম দামে টিকিট বিক্রি করলে সেই টিকিট কালো বাজারে চড়া দামে বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।"

এসব সব বিতর্কের জন্য ফিফা প্রশ্নবিদ্ধ হলেও আসলে এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন অন্য একজন। তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মূলত তাঁর একগুঁয়েমির জন্যই বিশ্বকাপ নিয়ে এত বিতর্ক। যদিও ফিফা প্রেসিডেন্ট সেসব মানতে নারাজ। তাঁর সাফ কথা, "ট্রাম্প না থাকলে আমেরিকার মাটিতে বিশ্বকাপ আয়োজন সম্ভবই হত না।" ইনফান্তিনো বলছেন, "আমার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দারুন সম্পর্ক। ওর সরাসরি সাহায্য এবং আন্তরিক চেষ্টা ছাড়া এই আমেরিকার মাটিতে আমরা বিশ্বকাপ আয়োজন করতে পারতাম না।"

## মেসির ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস!

বিশ্বকাপ শুরুর আগেই একের পর এক অনিয়মের অভিযোগে বিদ্ধ আমেরিকা। এবার মার্কিন মুলুকে নিরাপত্তার গাফিলতিতে ফাঁস হয়ে গেল লিওনেল মেসির চূড়ান্ত গোপনীয় তথ্য। মঙ্গলবার আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেই গোল করেছেন মেসি। তারপরই জানা যায়, মেসি-সহ আর্জেন্টিনার গোটা দলের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, বিশ্বকাপের ৪৮ দলের তারকা ফুটবলারদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন কি আদৌ সক্ষম?

ঠিক কী ঘটেছে আর্জেন্তিনীয় স্কোয়াডের সঙ্গে? মঙ্গলবার বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিল লা আলবিসলেস্তে। এটাই বিশ্বকাপের আগে আর্জেন্টিনার শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ। সেখানে ৩-০ জেতেন মেসিরা। মেগা টুর্নামেন্টের আগে আশঙ্কা ছিল মেসির চোট নিয়ে। মে মাসে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময় চোট পান তিনি। চোট গুরুতর না হলেও দুশ্চিন্তা ছিলই। তবে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭০ মিনিটে মাঠে নামেন তিনি। দু'মিনিটের মধ্যে গোলও করেন।

কিন্তু ম্যাচ শেষ হতেই আর্জেন্টিনা শিবিরে দুঃসংবাদ। সূত্রের খবর, আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে টিম লিস্টে দলের প্রত্যেক সদস্যের পাসপোর্টের সমস্ত তথ্য দেওয়া ছিল। বলা হয়েছিল, এই টিম লিস্ট প্রকাশ করার আগে পাসপোর্ট সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য মুছে ফেলা হবে। তা সত্ত্বেও ওই তথ্য সংবলিত টিম লিস্টই প্রকাশ করা হয়। অন্তত ৮৮ হাজার দর্শকের সামনে স্টেডিয়ামে জ্বলজ্বল করে ওঠে আর্জেন্তিনীয় ফুটবলারদের গোপনীয় তথ্য। গোটা বিষয়টি নিয়ে ফিফা বা আর্জেন্টিনা ফুটবল সংস্থার তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের আগেই একঝাঁক বিতর্ক হয়েছে আয়োজক আমেরিকা, কানাডা এবং মেক্সিকোকে নিয়ে। সোমালিয়ার নাগরিক বলে রেফারিকে সটান দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। জঙ্গি সন্দেহে সাত ঘণ্টা আটকে রেখে জেরা করা হয়েছে ইরাকের তারকা ফুটবলারকে। কৃষ্ণাঙ্গ ফুটবলারদের সঙ্গে 'দাগি অপরাধী'দের মতো আচরণ করা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, সেনেগাল এবং উজবেকিস্তানের ফুটবলারদের পরীক্ষা করা হয়েছে কুকুর দিয়ে। এত তল্লাশি চলছে একদিকে, অন্যদিকে ফুটবলারদের ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে, আমেরিকায় বিশ্বকাপ আদৌ নিরাপত্তা তো?

## এক নম্বরে বুমরাহ এবং জাডেজা

শীর্ষ স্থান হারালেন জো রুট। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি) টেস্ট ব্যাটারদের যে ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে দু'ধাপ নেমে গিয়েছেন ইংল্যান্ডের ব্যাটার। এক নম্বরে উঠে এসেছেন ইংল্যান্ডের এক দিনের দলের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে শতরান করার সুবাদে ক্রমতালিকায় এগিয়েছেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক শুভমন গিলও।ইংল্যান্ড-নিউ জিল্যান্ড প্রথম টেস্ট এবং ভারত-আফগানিস্তান টেস্টের পর নতুন ক্রমতালিকা প্রকাশ করেছে আইসিসি। লর্ডসে ব্যর্থতার জন্য শীর্ষ স্থান হারিয়েছেন রুট। তিনি ৮৫১ রেটিং নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। ৫৬ রানের ইনিংস খেলা ব্রুক এক ধাপ এগিয়ে শীর্ষে চলে এসেছেন। তাঁর রেটিং ৮৬৯। এক ধাপ এগিয়ে ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে অস্ট্রেলিয়ার ট্র্যাভিস হেড। তাঁর রেটিং ৮৫৩। চার নম্বরে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টিভ স্মিথ। তাঁর রেটিং ৯৩১। এক ধাপ এগিয়ে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছেন শ্রীলঙ্কার কামিন্দু মেন্ডিস। ৭৮১ রেটিং তাঁর।ভারতীয়দের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে শুভমন। ৭৪৩ রেটিং নিয়ে ক্রমতালিকায় আট নম্বরে শুভমন। তিনি দু'ধাপ এগিয়ে টপকে গিয়েছেন যশস্বী জয়সওয়ালকে। এক ধাপ নেমে এখন ন'নম্বরে। যশস্বীর রেটিং ৭৩৩। ভারতীয়দের মধ্যে তৃতীয় ঋষভ পন্থ। এক ধাপ এগিয়ে ৭০৫ রেটিং নিয়ে ১২ নম্বরে রয়েছেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার।আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না খেললেও টেস্ট বোলারদের ক্রমতালিকায় এক নম্বর জায়গা ধরে রেখেছেন জসপ্রীত বুমরাহ। বিশ্বের অন্যতম সেরা বোলারের রেটিং ৮৭০। প্রথম ১০-এ ভারতের আর কেউ নেই। একই কথা প্রযোজ্য রবীন্দ্র জাডেজার ক্ষেত্রেও। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে না খেলেও টেস্ট অলরাউন্ডারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছেন তিনি। জাডেজার রেটিং ৪৪৬। এই তালিকায় ২৪৪ রেটিং নিয়ে নয় নম্বরে ওয়াশিংটন সুন্দর। দু'ধাপ এগিয়েছেন তিনি।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


# ২৮ কোটি টাকার সালিশি নিষ্পত্তির পরও অসম্পূর্ণ ক্রিকেট স্টেডিয়াম, টিসিএর বিরুদ্ধে উঠছে একাধিক প্রশ্ন

আগরতলা, ১১ জুন: ত্রিপুরার বহুল প্রতীক্ষিত ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ প্রকল্পকে ঘিরে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ২৮ কোটি টাকার সালিশি নিষ্পত্তি হওয়ার পরও স্টেডিয়ামের কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় প্রকল্প বাস্তবায়ন, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং জবাবদিহিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ত্রিপুরা ক্রিকেটার্স ফোরাম।

ফোরামের দাবি, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন (টিসিএ) ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিল আরকেএসসিপিএল-এর সঙ্গে স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন হওয়ার কথা থাকলেও পরবর্তীতে নির্মাণ সংক্রান্ত বিরোধের জেরে বিষয়টি সালিশি পর্যায়ে পৌঁছায়।

ত্রিপুরা ক্রিকেটার্স ফোরামের অভিযোগ, সালিশি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আরকেএসসিপিএলকে প্রায় ২৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এত বড় অঙ্কের অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার পরও স্টেডিয়াম এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের হস্তান্তরও সম্ভব হয়নি।

ফোরামের বক্তব্য অনুযায়ী, স্টেডিয়ামটি ২০২৫ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত অবকাঠামো পুরোপুরি প্রস্তুত নয় এবং স্টেডিয়াম কার্যকরভাবে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠেনি।

এদিকে, স্টেডিয়ামের জন্য গডরেজের আসবাবপত্র কেনাকে কেন্দ্র করেও নতুন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। অভিযোগ, নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রায় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার আসবাবপত্র ক্রয়ের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরা ক্রিকেটার্স ফোরামের আরও দাবি, স্টেডিয়ামের জন্য চেয়ার কেনার ক্ষেত্রে সীমিত দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং সেই প্রক্রিয়ায় অনিয়মের আশঙ্কা রয়েছে। ফোরামের অভিযোগ, টেন্ডার প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ বিষয়ে তারা টিসিএর বিভিন্ন বৈঠকের কার্যবিবরণীরও উল্লেখ করেছে।

এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের অর্থের ব্যবহার, প্রকল্পের তদারকি এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ক্রীড়াপ্রেমী ও সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশের দাবি, বিষয়গুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে তুলে ধরা হোক।

তবে অভিযোগগুলির বিষয়ে টিসিএর পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

## ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ২৫শে ডাক আদালত

আগরতলা, ১১ জুন : ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত জনসাধারণের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আগামী ২৫ জুন বিভাগীয় স্তরের ডাক আদালত আয়োজন করতে চলেছে আগরতলা ডাক বিভাগ। ডাক বিভাগের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, গ্রাহকদের ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত অভিযোগ, অসুবিধা এবং বিভিন্ন সমস্যা সরাসরি শুনে তার সমাধানের জন্য এই ডাক আদালতের আয়োজন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে জনসেবার মানোন্নয়ন এবং ডাক পরিষেবার কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নিয়েছে বিভাগ।

আগামী ২৫ জুন দুপুর ১২টা থেকে আগরতলা ডাক বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট অব পোস্ট অফিসের কার্যালয়ে ডাক আদালতের কার্যক্রম শুরু হবে। এদিন ডাক বিভাগের আধিকারিকরা গ্রাহকদের কাছ থেকে বিভিন্ন অভিযোগ গ্রহণ করবেন এবং সেগুলি পর্যালোচনা করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ নেবেন।

ডাক বিভাগের কর্মকর্তাদের মতে, এই উদ্যোগ বিভাগের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি নির্দিষ্ট মঞ্চ তৈরি হওয়ায় দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধান সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়েছে।

এছাড়াও, ডাক আদালতের মাধ্যমে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি, পরিষেবার মান উন্নয়ন এবং ডাক ব্যবস্থাকে আরও জনবান্ধব করে তোলার ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে বিভাগ। ডাক পরিষেবা সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যার সম্মুখীন সাধারণ নাগরিকদের এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে ডাক আদালতে তাদের অভিযোগ ও দাবি উপস্থাপনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

# রানীবাজারে তেলবাহী লরির ধাক্কায় স্কুটার আরোহীর মৃত্যু, ঘাতক গাড়ির খোঁজে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন: পশ্চিম ত্রিপুরার রানীবাজারের দলুরা এলাকায় এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন সুদীপ দেবনাথ নামে এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার দুপুরে তেলবাহী একটি লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দুপুর প্রায় আড়াইটে নাগাদ স্কুটারযোগে যাওয়ার সময় দলুরা এলাকায় একটি দ্রুতগতির তেলবাহী লরি সুদীপ দেবনাথকে ধাক্কা মেরে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানান, হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, দুর্ঘটনায় সুদীপ দেবনাথের একটি হাত সম্পূর্ণভাবে থেঁতলে যায়। স্থানীয়দের ধারণা, একটি ভারী পণ্যবাহী লরিই তাঁকে চাপা দিয়ে পালিয়ে গেছে। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে। পাশাপাশি ঘাতক গাড়ির সন্ধানে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং পলাতক লরির পরিচয় জানতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

## স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ ৬১ বছরের বৃদ্ধার পুকুর থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

কমলপুর, ১১ জুন: কমলপুর মহকুমার বালিগাঁও এলাকায় এক মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুকুরে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার পর অবশেষে স্থানীয় একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হল ৬১ বছর বয়সী এক বৃদ্ধার মৃতদেহ। মৃতার নাম মায়ারানী লোদ।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের মতো বুধবার সন্ধ্যায় বাড়ির পাশের পুকুরে স্নান করতে যান মায়ারানী লোধ। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তিনি বাড়িতে ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। এরপর রাতভর আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি চালালেও তাঁর কোনো সন্ধান মেলেনি।

বৃহস্পতিবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার নজরে পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি মায়ারানী লোদের বলে শনাক্ত করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু করে।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, স্নানের সময় অসাবধানতাবশত জলে ডুবে তাঁর মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ধারণে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় তাঁদের কারও বিরুদ্ধে কোনো সন্দেহ নেই।

এই আকস্মিক মৃত্যুর ঘটনায় বালিগাঁও এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। প্রিয়জনকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ পরিবার, আর এলাকাজুড়ে বিরাজ করছে বিষণ্ণ পরিবেশ।

## ৯৭৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ জুন: রাজ্য গোয়েন্দা শাখার খবরের ভিত্তিতে গাঁজা বিরোধী অভিযানে ব্যাপক সাফল্য পেল যাত্রাপুর থানা। যাত্রাপুর থানাধীন কালিখলা ও লেদরাবাড়ি থেকে ৯৭৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। টানা পাঁচ ঘন্টা ধরে চালানো এই অভিযানে ৯৭৯ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধারে সক্ষম হলো সিপাহীজলা জেলার যাত্রাপুর পুলিশ প্রশাসন।

ত্রিপুরা গোয়েন্দা শাখার প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে চলা অভিযানে যাত্রাপুর থানার অন্তর্গত লেদ্রাবাড়ি এবং উত্তর কালিখলা এলাকা থেকে মাটি খুঁড়ে ড্রাম ভর্তি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় অভিযানকারী দল। স্পেশাল টাস্ক ফোর্স, টিএসআর, এবং যাত্রাপুর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আসে এই সফলতা। যার নেতৃত্ব দেন যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক।

জানা যায় গভীর জঙ্গলে মাটির নিচে ছিল ২৭ টি ড্রাম এবং দুটি বস্তায় ভর্তি ছিল ৯৭৯ কেজি গাঁজাগুলি। দীর্ঘক্ষণ অভিযান চালিয়ে জব্দকৃত গাঁজা ভর্তি ড্রামগুলি উদ্ধার করে যাত্রাপুর থানায় আনতে সক্ষম হয় অভিযানকারী দল। পরে এক সাক্ষাতে অভিযান প্রসঙ্গে বিস্তারিত তুলে ধরেন যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক। আগামীদিনে এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানান ওসি, পাশাপাশি তিনি আরো জানান উদ্ধারকৃত এই গাঁজা গুলির আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায়ই কোটি টাকার কাছাকাছি হবে।

## বাইক ও সাইকেলের সংঘর্ষ, আহত দুই

আগরতলা, ১১ জুন: জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার সকালে একটি মোটরসাইকেল ও সাইকেলের সংঘর্ষে দুই ব্যক্তি আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁদের শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সকাল প্রায় ৯টা ১০ মিনিট নাগাদ জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নিকটবর্তী জাতীয় সড়কে টি আর-০৮ এফ-৭২৬৮ নম্বরের একটি মোটরসাইকেল একটি সাইকেল আরোহীকে সজোরে ধাক্কা দেয়। সংঘর্ষের ফলে মোটরসাইকেল চালক ও সাইকেল আরোহী উভয়েই রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জোলাইবাড়ী দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে তাঁদের চিকিৎসার জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন। তবে দু"জনেরই মাথায় আঘাত লাগায় সিটি স্ক্যানসহ উন্নত চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় তাঁদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# গৃহবধূর উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

আগরতলা, ১১ জুন: বাইখোড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরও ন্যায়বিচার না পাওয়ার অভিযোগ তুলে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হলেন এক গৃহবধূ। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে তিনি তাঁর ওপর সংঘটিত হামলা, শ্লীলতাহানির চেষ্টা এবং অভিযোগের পরও পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি তুলে ধরেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, বাইখোড়া থানার অধীন জোলাইবাড়ীর মধ্যপিলাক এলাকার বাসিন্দা দীপালী মজুমদারকে একই এলাকার বাসিন্দা জনৈক ব্যক্তি, তাঁর ছেলে এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা শারীরিকভাবে আক্রমণ করেন। আক্রান্ত গৃহবধূর দাবি, হামলার পাশাপাশি ওই ব্যক্তি তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টাও করেন।

বর্তমানে দীপালী মজুমদার শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, এর আগেও ওই ব্যক্তি বিভিন্নভাবে তাঁকে হেনস্তা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর অভিযুক্তদের পরিবারের সদস্যরা তাঁর এবং তাঁর কন্যা সন্তানের ওপর হামলা চালায়।

ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে বাইখোড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিষ্ণুচন্দ্র দাস কোনও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি বলে অভিযোগ করেন গৃহবধূ ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

আক্রান্ত পরিবারের আরও অভিযোগ, মামলাটি নিষ্পত্তি করার জন্য অর্থ লেনদেনের মাধ্যমে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশের কাছে সুবিচার না পেয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন গৃহবধূ। তিনি প্রশাসনের কাছে ঘটনার নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাইখোড়া থানার ভূমিকা নিয়ে স্থানীয় মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কিছু স্থানীয় বাসিন্দার অভিযোগ, অতীতেও একাধিক অভিযোগের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে এসব অভিযোগের বিষয়ে থানার পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার জেরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশাসন অভিযোগগুলির তদন্ত করে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের।

# কিউবার উপর মার্কিন অবরোধের প্রতিবাদে ধর্মনগরে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ জুন: হাজার মাইল দূরের দ্বীপরাষ্ট্র কিউবার উপর দীর্ঘদিন ধরে চলা মার্কিন অর্থনৈতিক অবরোধের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল সিপিআই(এম) ধর্মনগর মহকুমা কমিটি।

লাল পতাকা ও দলীয় ব্যানার হাতে কর্মী-সমর্থকদের অংশগ্রহণে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে। প্রতিবাদী স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে ধর্মনগরের রাজপথ। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর উত্তর ত্রিপুরা জেলা কমিটির সম্পাদক অভিজিৎ দে, রাজ্য কমিটির সদস্য দুর্গেশ রায়, মহকুমা সম্পাদক রতন রায়-সহ দলের জেলা ও মহকুমা স্তরের একাধিক নেতা-কর্মী।

মিছিল শেষে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিজিৎ দে বলেন, কিউবার উপর আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ শুধুমাত্র একটি দেশের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগের বিষয় নয়, বরং এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। খাদ্য, ওষুধ এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর সংকটের কারণে কিউবার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বলে তিনি দাবি করেন।

তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রসঙ্ঘ-এর সাধারণ পরিষদসহ বিশ্বের অধিকাংশ দেশ একাধিকবার এই অবরোধ প্রত্যাহারের পক্ষে মত প্রকাশ করেছে। তা সত্ত্বেও মার্কিন প্রশাসন তাদের অবস্থান পরিবর্তন না করায় আন্তর্জাতিক মহলে ক্ষোভ ও উদ্বেগ বাড়ছে। সেই বৈশ্বিক প্রতিবাদের অংশ হিসেবেই ধর্মনগরে এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে বলে জানান তিনি। বাম নেতৃত্বের দাবি, কিউবার প্রতি সংহতি প্রকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অবস্থানকে সামনে রেখেই এই আন্দোলনের আয়োজন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই কর্মসূচি ধর্মনগরের রাজনৈতিক মহলে বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে বলেও মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

## বিলোনিয়া রেল স্টেশনে উদ্ধার ২৭৫ বোতল এসকফ কফসিরাপ

আগরতলা, ১১ জুন: গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার বিলোনিয়া রেল স্টেশনে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ এসকফ কফসিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কফসিরাপের মোট সংখ্যা ২৭৫ বোতল।

জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট বাহিনীর সদস্যরা বিলোনিয়া রেল স্টেশন এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালান। অভিযানের সময় স্টেশন থেকে দুটি ব্যাগে মোট ২৭৫ বোতল এসকফ কফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে সেগুলি জব্দ করা হয়।

ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। উদ্ধার হওয়া কফসিরাপের উৎস এবং এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্টেশন চত্বরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

## অনুপ্রবেশ ও মানব পাচারের অভিযোগে চাঞ্চল্য, অভিযুক্তের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব লক্ষীনগরবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১১ জুন: ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ এবং মানব পাচার নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন লক্ষীনগর গ্রামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত দীপন দাসকে দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে বুধবার রাতে সরব হন এলাকার বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ২১ মে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ লক্ষীনগর এলাকার একটি বাড়ি থেকে মোঃ হারুন (৪৫) নামে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে। তার বাড়ি বাংলাদেশের পটুয়াখালী জেলার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হাতে হাঁস-মুরগির বাচ্চা তুলে দিলেন রাজ্যপাল

আগরতলা, ১১ জুন : গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আয়মুখী কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে লোক ভবনে এক বিশেষ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের হাতে হাঁস ও মুরগির বাচ্চা তুলে দেন। এদিন মোট পাঁচটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে হাঁস ও মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ে তোলার সুযোগ পাবেন। এর ফলে তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার পথ আরও সুগম হবে।

তিনি বলেন, হাঁস ও পোলট্রি পালন গ্রামীণ পরিবারের জন্য একটি লাভজনক ও টেকসই জীবিকানির্ভর কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিকভাবে সক্ষম করে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগও সৃষ্টি করবে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জানান, এর ফলে তাঁদের বিকল্প আয়ের উৎস তৈরি হবে এবং ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর পরিসরে হাঁস ও পোলট্রি পালন করার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, রাজ্যপালের বিশেষ সচিব ইউ. কে. চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ড. বিশাল কুমার, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক, আর. কে. নগর পশুপালন কেন্দ্রের চিকিৎসকসহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

## আমবাসার ওষুধের দোকানে ড্রাগ ইন্সপেক্টরের অভিযান

আমবাসা, ১১ জুন: ওষুধ বিক্রিতে নিয়মকানুন মেনে চলা হচ্ছে কি না তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবার আমবাসা শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে আকস্মিক অভিযান চালান ড্রাগ ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ সিংহ রায়। এদিন তিনি শহরের মোট চারটি ঔষধের দোকান পরিদর্শন করে লাইসেন্স, ওষুধের মান এবং ফার্মাসিস্টের উপস্থিতিসহ বিভিন্ন বিষয় পরীক্ষা করেন।

পরিদর্শনকালে ড্রাগ ইন্সপেক্টর প্রতিটি দোকানে ওষুধের গুণগত মান বজায় রাখা হচ্ছে কি না, লাইসেন্স বৈধ ও হালনাগাদ রয়েছে কি না এবং নিয়ম অনুযায়ী নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট উপস্থিত আছেন কি না তা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি দোকানগুলির প্রয়োজনীয় নথিপত্রও পরীক্ষা করা হয়।

অভিযানের সময় আমবাসার চারু মেডিকেল হলে কোনো নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট উপস্থিত না থাকায় বিষয়টি ড্রাগ ইন্সপেক্টরের নজরে আসে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দোকান কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নিয়ম মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ প্রসঙ্গে ড্রাগ ইন্সপেক্টর বিশ্বজিৎ সিংহ রায় সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে সচেতনতামূলক বার্তা দিয়ে বলেন, "চিকিৎসকের বৈধ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন




# অস্থায়ী সাঁকোই ভরসা, সেতুর দাবিতে দীর্ঘদিনের অপেক্ষায় ধনচন্দ্র পাড়ার ৬০ পরিবার

আগরতলা, ১১ জুন: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত শিবপুর এডিসি ভিলেজের প্রত্যন্ত ধনচন্দ্র পাড়ার প্রায় ৬০টি পরিবার আজও মৌলিক যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে চরম দুর্ভোগের শিকার। গ্রামের একমাত্র সংযোগ সড়কের উপর থাকা ছড়ার ওপর স্থায়ী সেতু না থাকায় প্রতিদিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে বাসিন্দাদের।

অধিকাংশই আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত এই গ্রামের মানুষদের স্কুল, বাজার, রাবার বাগান কিংবা কৃষিজমিতে যেতে হলে ছড়া পার হতে হয়। কিন্তু সেখানে কোনও সরকারি সেতু বা উপযুক্ত পারাপারের ব্যবস্থা না থাকায় নিজেদের উদ্যোগেই বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়দের উদ্যোগে জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা বাঁশ দিয়ে একটি অস্থায়ী সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্য একটি পারাপার স্থানে সেতু বা কালভার্ট না থাকায় ভাঙা বৈদ্যুতিক খুঁটি ফেলে সরু চলাচলের পথ তৈরি করা হয়েছে। প্রতিদিন সেই পথ দিয়েই যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন গ্রামের নারী, পুরুষ ও শিশুরা।

বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। স্কুলপড়ুয়া শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ ওই সাঁকো পেরিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হয়। কৃষকরাও নিজেদের উৎপাদিত ফসল বাজারে নিয়ে যেতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, পা পিছলে পড়ে গিয়ে একাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে, তবুও সমস্যার স্থায়ী সমাধানে কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, "আমাদের আর কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। এই একটাই রাস্তা গ্রামের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ বজায় রাখে। বছরের পর বছর ধরে আমরা দুর্ভোগ সহ্য করছি।"

গ্রামবাসীদের দাবি, বিষয়টি বহুবার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। স্থানীয় বিধায়ক, এমডিসি দেবজিত ত্রিপুরা, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা এবং ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) কাছেও একাধিকবার স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে সরকারি আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা এলাকা পরিদর্শন করে সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে কোনও কাজ শুরু হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে এলাকাটির জিও-ট্যাগিংও করা হয়েছিল। তবে পরে গ্রামবাসীদের জানানো হয়, সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নেই এবং বিষয়টি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া সম্ভব নয়।

ধনচন্দ্র পাড়ার বাসিন্দাদের একটাই দাবি, দ্রুত একটি স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হোক। তাঁদের মতে, একটি সেতুই দীর্ঘদিনের দুর্ভোগের অবসান ঘটিয়ে গ্রামটিকে মূল সড়কের সঙ্গে নিরাপদভাবে যুক্ত করতে পারে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas